NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

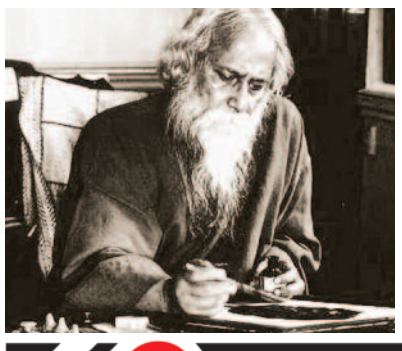

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ 'তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা—কোনখানে রাখব প্রণাম'

পুরুলিয়ার নিতুড়িয়াতে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত ৫, আহত ৬ ৫

কলকাতা ১২ মে ২০২৪ ২৯ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.5.2024, Vol.17, Issue No. 329, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

কেষ্টর বাড়ির ছাদে গেরুয়া পতাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিহাড় জেলে বন্দি একসময়ের বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। সেখানেই বন্দি তাঁর মেয়ে সুকন্যাও। অনুব্রতও স্ত্রীও গত হয়েছেন। এদিকে সোমবারই লোকসভা নির্বাচন তাঁরই খাসতালুক বীরভূমে। তার ঠিক আগে শনিবার অনুব্রতর বাড়ির ছাদে দেখা গেল জয় শ্রী রাম লেখা পতাকা উড়তে। আর তাতেই শোরগোল পড়ছে বঙ্গ রাজনীতিতে। অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে এমন পতাকা কোথা থেকে এল তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। বোলপুরের নিচুপট্টি এলাকায় অনুব্রত মণ্ডলের বাড়িতে একসময় প্রচুর মানুষ এলেও এখন তা কার্যত ফাঁকা। দেখা মেলে না দলের কর্মীদেরও। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে তার বাড়িতে যখন কেউ নেই, তাহলে এই পতাকা লাগালো কে তা নিয়েই। এদিকে ওই বাড়িতে থাকা নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশকর্মীরা বলছেন তাঁরাও এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।

মুকুটমণির স্ত্রী বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রানাঘাট কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করলেন স্ত্রী স্বস্তিকা মহেশ্বরী। শনিবার তাহেরপুরে মিঠুন চক্রবর্তীর হাত থেকে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন স্বস্তিকা। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, 'মুকুটমণিকে ভোট দিলে আমার মতোই ঠকতে হবে।' মুকুটমণি ও স্বস্তিকার ডিভোর্সের মামলা চলছে বর্তমানে। স্বস্তিকা জানান, মুকুটমণি কখনওই তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। সমাজে তাঁকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতেও অস্বীকার করতেন। এদিকে সোমবার এই রানাঘাটে নির্বাচন। প্রসঙ্গত, এই মুকুটমণি ২০১৯ সালে বিজেপিতে ছিলেন। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। বিজেপিতে থাকাকালীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সুনজরে ছিলেন এই মুকুটমণি। ৩৩ বছর বয়সে দলের জাতীয় কর্মসমিতির 'কনিষ্ঠতম' সদস্যও হন। মতুয়া মহাসঙ্ঘের সংগঠন সামলাতেন মুকুটমণি। ওই পরিস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ ওঠায় বেজায় বিড়ম্বনায় পড়তে হয় রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে। সেই মুকুটমণি পরে তৃণমূলে যোগ দিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন।

ফের অস্ত্র উদ্ধার সন্দেশখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের অস্ত্র উদ্ধার সন্দেশখালিতে। সূত্রের খবর, সন্দেশখালির জেলিয়াখালি এলাকায় এই অস্ত্র উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি ভাঙা লং ব্যারেল। যা মিলেছে দুষ্কৃতীদের ফেলে যাওয়া ব্যাগ থেকে। কী উদ্দেশ্যে সেখানে দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলিয়াখালির রামপুর এলাকায় বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের সমর্থনে মিছিল ও সভা ছিল শাসক দলের। গ্রামবাসীদের দাবি, সভাস্থলের আশপাশে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ঘোরাফেরা করছিল। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। তখনই এলাকার লোকজন একজোট হয়ে তাড়া করলে পিয়ারাখালি ফেরিঘাটের কাছে একটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সেই ব্যাগের ভিতরেই রাখা ছিল এই আগ্নেয়াস্ত্র। এছাড়াও বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র মজুত ছিল ব্যাগে। এরপর ব্যাগটি তুলে দেওয়া হয় সন্দেশখালি থানার পুলিশের হাতে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শাহজাহান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিবু হাজরা, উত্তম সরদাররা বর্তমানে জেলে থাকলেও এখনও শাহজাহানের বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সন্দেশখালির বিভিন্ন গ্রামে। অস্ত্রশস্ত্র মজুত করছে সেখানে।

আজ চারটি সভা মোদির, যান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তায় কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী সোমবার বঙ্গে চতুর্থ দফার নির্বাচন। তার আগে ফের প্রচারে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০ মে রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোট আরামবাগ, বনগাঁ, হুগলি, ব্যারাকপুর, হাওড়া ও শ্রীরামপুরে। মূলত পঞ্চম দফার ভোটের কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য রেখেই রবিতে জোর প্রচারে নামছেন 'নমো'। শনিবার রাতেই কলকাতায় পৌঁছে রাজভবনে রাত্রিবাস করেন তিনি। রবিবার পর পর চারটি জনসভা রয়েছে। ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহের সমর্থনে জগদ্দলে প্রধানমন্ত্রী প্রথম জনসভাটি করবেন। এরপরে হাওড়ার পাঁচলা, হুগলির চুঁচুড়া ও পুরশুরায় পরপর তিনটি জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরে বেশকিছু রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার কথাও

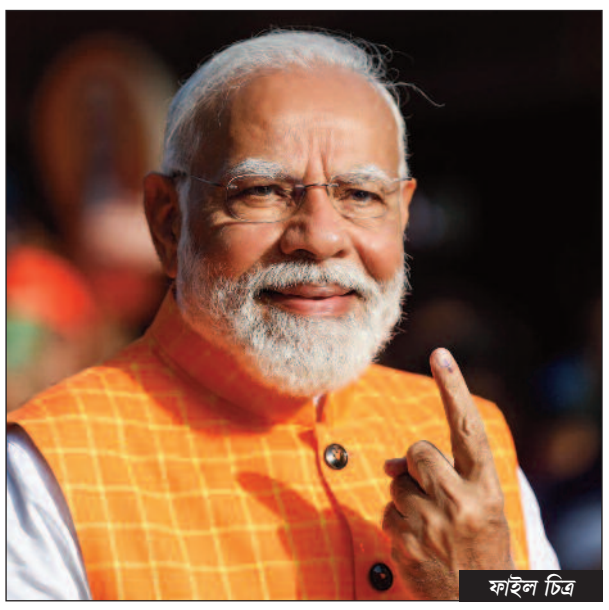

ফাইল চিত্র

জানানো হয়েছে।

শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উল্টোডাঙা ফ্লাইওভার, ইএম বাইপাস, মা ফ্লাইওভার, এজেসি বোস ফ্লাইওভার, হসপিটাল রোড, লাভার্স লেন, খিদিরপুর রোড, জেনসন অ্যান্ড নিকলসন আইল্যান্ড, রেড রোড, আর আর অ্যাভিনিউ এবং রাজভবনের দক্ষিণ গেটের কাছে থাকা রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।

পাশাপাশি ওই এলাকাগুলিতে সমস্ত রকম পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে সম্পূর্ণ বন্ধও রাখা হতে পারে। রাজভবনের চারিদিকে সমস্ত রকমের পণ্যবাহী গাড়ির প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রবিবার, ১২ মে সকাল পৌনে ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত রাজভবনের দক্ষিণ গেট, আর আর অ্যাভিনিউ, রেড রোড, জেনসন ও নিকলসন রোড, খিদিরপুর রোড, ১১ নম্বর ফারলং গেট ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে।

ডাকলেও আর রাজভবনে যাবেন না, রাজ্যপালের পদত্যাগের দাবি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গে চতুর্থ দফার ভোটের আগে তারকা প্রার্থীর হয়ে প্রচারে গিয়ে ফের একবার 'শ্লীলতাহানি-কাণ্ডে' রাজ্যপালকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবনের মধ্যে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছেন এক অস্থায়ী কর্মী। তা নিয়েই রাজ্য-রাজনীতিতে শোরগোল। রাজ্যপাল এই অভিযোগ অস্বীকার করে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বললেও, হুগলির আদিসপ্তগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সিভি আনন্দ বোসকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালের পদত্যাগের দাবি তুললেন।

শনিবার মমতা বলেন, রাজ্যপাল তাঁকে রাজভবনে ডেকে পাঠালেও তিনি যাবেন না। বললেন, 'আপনার পাশে বসাও পাপ!' এখানেই না থেমে মমতার দাবি, রাজভবনের যে সিসিটিভি ফুটেজ রাজ্যপাল দেখিয়েছেন, তা কেটেছেঁটে। জানালেন, তাঁর কাছে আরও পেনড্রাইভ আছে। এরপর আর রাজ্যপালের সঙ্গে আর পাশে বসে কথা বলবেন না তিনি।

অভিনেত্রী তথা জনপ্রিয় শো 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর সঞ্চালিকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমবার হুগলি থেকে তৃণমূলের হয়ে লোকসভা ভোটে দাঁড়িয়েছেন। হুগলিতে তাঁর মূল প্রতিপক্ষ বিজেপির প্রার্থী আর এক অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। রচনা রাজনীতিতে একেবারেই নতুন হলেও লকেট প্রাক্তন সাংসদ। তিনি পোড় খাওয়া রাজনীতিক হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যেই।

শনিবার রচনার হয়ে আদি সপ্তগ্রামে প্রচারে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই ফের একবার রাজ্যপালকে নিশানা করেন তিনি। শ্লীনতাহানির অভিযোগ ও পারস্পরিক ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল বলেছিলেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদিগিরি সহ্য করবেন না। এদিন তারই উত্তর দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতা বলেন, 'আমি কিছুই জানি না, তার পরও রাজ্যপাল বলছেন দিদিগিরি চলবে না। অবশ্যই চলবে না। কিন্তু দাদাগিরিও চলবে না। রাজ্যপাল, আগে পদত্যাগ করা উচিত। মহিলাদের অত্যাচার করার কে আপনি? কালকে নাকি প্রেসকে ডেকেছিল, এডিট করে কিছু ভিডিও দেখিয়েছে। পুরোটা কি দেখিয়েছে? ভয় পাবেন না। কপিটা আমার কাছে আছে। প্রেসই আমাকে দিয়েছে। যেটা এডিট করেছেন, সেটাও আছে আমার কাছে। আর একটা পেনড্রাইভ পেলাম। আরও কীর্তি কেলেঙ্কারি রয়েছে।'

পাশাপাশি লদীর ভাণ্ডার নিয়ে বিজেপিকে একহাত নেন তিনি। মমতা বলেন, 'বলছে, লদীর ভান্ডার তুলে দেব। আমি বলি, হাতটা দিয়ে দেখো, তার পর কী করি... সারা জীবন আমি কম মার খাইনি। কিন্তু আমাকে ধমকে, চমকে কাজ হবে না। আপনি যদি চমকে বলেন, এটা করতে হবে, ঠাসিয়ে দুটো চড় মারব। আমি ঘরেও শাসন করি, বাইরেও করতে পারি।'

একসময় যে সন্দেশখালি ছিল বিজেপির প্রচার হাতিয়ার, সেই সন্দেশখালিতে বিজেপি নেতার স্টিং ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই চাল উল্টে গিয়েছে। ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই হোক বা না হোক, আপাতত সেই ভিডিয়োর প্রসঙ্গ তুলেই পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল।

মমতা বলেন, কিছুদিন সন্দেশখালি নিয়ে নাটক চালাল। চক্রান্ত বেরিয়ে গেল। 'সন্দেশখালিতে কী হয়েছিল, আপনারা সবাই দেখেছেন । ওখানে জঘন্য অপরাধ হয়েছে। একটা মেয়ের আত্মসম্মান চলে গেলে আর ফিরে আসে না। সে জানেও না, তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা আগেকার দিনে হত। বেচারা জানতেই পারত না।' তাঁর কটাক্ষ, তৃতীয় দফার পর তো চোখ থেকে জল বেরিয়ে এসেছে।

অডিও টেপ কে হাতিয়ার করে বিজেপিকে আক্রমণ অভিষেকের

সুলতান আহমেদের মৃত্যুর জন্য দায়ী করলেন সিবিআই-কে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাঁচলা: তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে শনিবার হাওড়ার পাঁচলা নেতাজি সংঘের মাঠে জনসভা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাজদা আহমেদের হয়ে সভা করতে গিয়ে সাজদার প্রয়াত স্বামী প্রাক্তন সাংসদ সুলতান আহমেদের মৃত্যুর জন্য তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন মোদি সরকার ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। অভিষেকের তোপ, সিবিআইয়ের চাপে মৃত্যু হয়েছে প্রাক্তন সাংসদ সুলতান আহমেদের।

অভিষেকের বক্তব্য, এই উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের মানুষের সর্বক্ষণের কর্মী, সাথী ছিলেন সুলতান আহমেদ। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, 'সিবিআই দিয়ে অত্যাচার করিয়ে মানুষটাকে মারা হয়েছে।' জানান, প্রয়াত সাংসদের সহধর্মিনীর জন্য তিনি বিজেপিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার আশীর্বাদ, দোয়া চাইতে এসেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং এ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'বিজেপি কী কাজ করেছে তার রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করুক। আমরা যা কাজ করেছি- তার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে মানুষের দোরে দোরে গিয়েছি।' এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের অধিকাংশ অংশটাই ছিল কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাজের তুল্যমূল্য আলোচনা। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভায় আসা মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, বিজেপি বলছে ক্ষমতায় এলে তিন মাসের মধ্যে লদী ভান্ডার বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি অডিও টেপ মাইক্রোফোনের মাধ্যমে জনসভায় আসা মহিলাদের শোনান।-যা এক বিজেপি নেত্রী বলেছেন বলে দাবি করেন তিনি। অন্য দিকে তিনি বলেন রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকতে

মহিলাদের লদীর ভান্ডার বন্ধ করা হবে না। এদিন তিনি সন্দেশখালি ইস্যুতে ও মুখ খোলেন। এটি একটি চক্রান্ত বলে মন্তব্য করেন । তিনি বলেন, সন্দেশখালি নিয়ে বাংলার মহিলাদের নিচু করেছে বিজেপি। মহিলাদের ২০০০ টাকা দিয়ে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করানো হয়েছে -যা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত বলে দাবি করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালি ইস্যুতে তিনি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক হাওয়া তুলতে বিজেপির হাতিয়ার ছিল চাকরি এবং সন্দেশখালি ইস্যু। কিন্তু চাকরি কাণ্ডে ইতিমধ্যে স্থগিতাদেশ দিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।' যোগ্য প্রাপকদের যাতে চাকরি না যায় তা সুনিশ্চিত করা হবে বলে ও জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র বলেছেন, রাষ্ট্রপতির কাছে ভুয়ো মহিলারা নালিশ জানাতে গিয়েছিল। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি পরপর দু'বার অডিও ক্লিপিং জনতার উদ্দেশ্যে শোনান। প্রথমটি ছিল লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয়টি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একটি অডিও ক্লিপ। মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তিনি সেটাও জনতার উদ্দেশ্যে শোনান। যাতে শুভেন্দু অধিকারীর মুখ থেকে একটি কু শব্দ ভেসে এসেছে। এটি শুনিয়ে তিনি বলেন ,'বাংলার মহিলাদের অসম্মান করছেন শুভেন্দু অধিকারী।'

৭৫ হলে মোদির বদলে ক্ষমতায় অমিত শাহ!

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রশ্নের জবাব দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-ই

নয়াদিল্লি, ১১ মে: অন্তবর্তীকালীম জামিনে মুক্তি পেয়েই বিস্ফোরক দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বললেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলেও প্রধানমন্ত্রী পদে মোদির মেয়াদ আর মাত্র কয়েক মাস। আপ সুপ্রিমোর দাবি, সেপ্টেম্বরেই দিল্লির মসনদে মোদির বদলে বসবেন তাঁরই অনুচর অমিত শাহ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'ওরা বলছে ইন্ডিয়া জোট জিতলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন, আমার প্রশ্ন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কে হবেন?' কেজরির যুক্তি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বয়স ৭৫ বছর হচ্ছে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর। তিনি নিজেই নিয়ম করেছেন ৭৫ বছর বয়স হলেই দলের নেতারা অবসর নেবেন। লালকৃষ্ণ আডবানী, মুরলী মনোহর জোশী, সুমিত্রা মহাজন, যশবন্ত সিনহারা এই নিয়মের বলি হয়েছেন। এবার তাহলে

১৭ সেপ্টেম্বর মোদিও অবসর নেবেন।

এর পরই কেজরিওয়ালের কৌশলী প্রশ্ন, তমোদি অবসর নিলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? মোদির গ্যারান্টি কে পূরণ করবেন? অমিত শাহ করবেন কী? নিজের বিশ্বস্ত সঙ্গী অমিত শাহকে কুরসিতে বসাবেন মোদি। মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু মোদিকে ভোট দিচ্ছেন না। ভোট দিচ্ছেন অমিত শাহকে।

তবে এর জবাবও দিয়েছেন অমিত শাহ নিজেই। জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট জানান, আগামীতে মোদিই দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। নেতৃত্ব দেবেন দেশকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, '৭৫ বছর বয়সেই অবসর নিতে হবে, এমন কোনও কথা বিজেপির সংবিধানে লেখা নেই। ক্ষমতায় ফিরলে মোদি নিজের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। আগামী দিনেও দেশকে নেতৃত্ব দেবেন। বিজেপির অন্দরে এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই।' যদিও শাহের সাফাইয়ের পর পালটা প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি 'কুরসির মোহে' নিজের তৈরি করা নিয়ম নিজেই ভাঙবেন মোদি।

আবগারি মামলায় ২১ মার্চ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অরবিন্দ কেরজিওয়াল। শুক্রবারই অন্তর্বর্তী জামিনে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই সুপ্রিম কোর্ট কেজরিওয়ালের ২১ দিনের জামিন মঞ্জুর করেছে। শনিবার সকাল থেকেই প্রচারে নেমেছেন কেজরিওয়াল। সস্ত্রীক মন্দিরে পুজো দিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানেই মোদি এবং বিজেপিকে একাধিক ইস্যুতে নিশানা করেছেন কেজরি।

দমদমে এবার অধিকারের লড়াইয়ে তিন পক্ককেশী

শুভাশিস বিশ্বাস

দমদম: উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত দমদম লোকসভা কলকাতা লাগোয়া হওয়ায় বঙ্গ রাজনৈতিক মানচিত্রে স্বাভাবিকভাবেই এর গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। ২০০৪-এ সিপিএম জিতলেও ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টানা তিনটি লোকসভা ভোটে দমদমে জয়ী হয়ে আসছেন তৃণমূলের সৌগত রায়। তবে এবার ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তিন হেভিওয়েটের লড়াই দমদমে। দলের পুরনো 'ঘোড়া' সৌগত রায়ের ওপরেই আস্থা রেখেছে তৃণমূল। জনসভার পাশাপাশি মিছিল-দলীয় বৈঠক করতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। আর বামেদের তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে অপর এক বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সুজন চক্রবর্তীকে। এই দুজনের বিরুদ্ধে বারাকপুরের প্রাক্তন 'দলবদলু' কাউন্সিলর শীলভদ্র দত্তকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

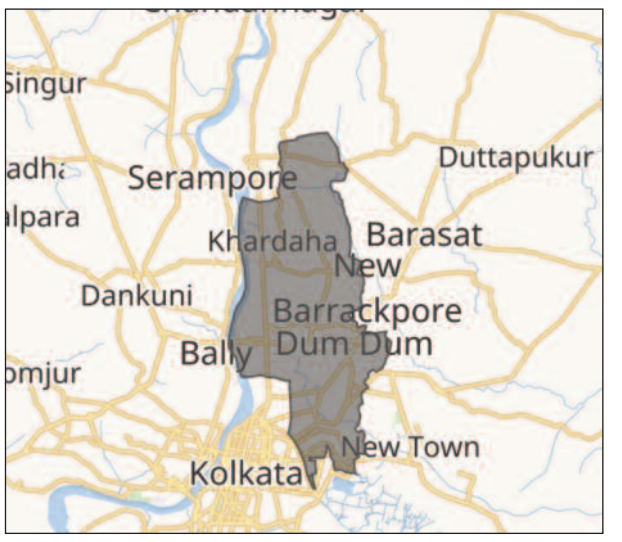

কলকাতা সংলগ্ন এই লোকসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন জনজাতির বসবাস। এর মধ্যে বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০৬ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.২৭ শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০৯ শতাংশ, মুসলিম ২৫.৮২ শতাংশ। এদের মধ্যে তফসিলি জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষ ২১.৭ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন ২.৬ শতাংশ। আর এই কেন্দ্রে সাক্ষরতার হার ৭৬ শতাংশের একটু বেশিই।

দমদমের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে ১৯৭৭ সালে তৈরি হয় এই লোকসভা। এখানকার প্রথম সাংসদ অশোককৃষ্ণ দত্ত ছিলেন জনতা পার্টির। এরপর ১৯৮০-র ভোটে জিতে ১৯৮৪ পর্যন্ত লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন বামেদের নীরেন ঘোষ। এরপর হাত বদল হয়ে ১৯৮৪ সালে তা যায় কংগ্রেসের দখলে। কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হন কংগ্রেসের আশুতোষ লাহা। ফের ১৯৮৯-এ ফের পালাবদলের সাক্ষী থাকে দমদমবাসী। ১৯৮৯-৯৮ পর্যন্ত বামদের নির্মলকান্তি চট্টোপাধ্যায় হন দমদমের সাংসদ। এরপর ১৯৯৯ সালে বাংলার প্রথমবারের জন্য বিজেপি সাংসদ পায় বাংলা। এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন তপন শিকদার। তবে ২০০৪-এ আসনটি পুনরুদ্ধার করেন বামেদের অমিতাভ নন্দী। তবে এরপর বাম নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর গড়ে লাগে তৃণমূলের হাওয়া। ২০০৯ থেকে পর পর লোকসভা ভোটে জয় পেয়েছেন তৃণমূলের সৌগত রায়। প্রসঙ্গত, ২০১৪-র নির্বাচনেও এই দমদম কেন্দ্র হাইভোল্টেজ লড়াই দেখেছিল বঙ্গবাসী। সেবার সিপিএমের সিপিএমের অসীম দাশগুপ্তকে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৯৩৪ ভোটে পরাজিত করেন সৌগত রায়। সৌগত পান ৪,৮৩,২৪৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের অসীম দাশগুপ্তের প্রাপ্ত ভোট ৩,২৮,৩১০। বিজেপির তপন শিকদার পান ২,৫৪,৮১৯ ভোট। আর কংগ্রেসের ধনঞ্জয় মৈত্র পান ৩৪,১১৬ ভোট। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সৌগত রায় বিজেপির শমীক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ৬০ হাজার ভোটে জয়ী হন। সৌগত পান ৫ লক্ষ ১২ হাজার ৬২ ভোট। শমীকের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৩টি। অন্যদিকে সিপিএমের নেপালদেব ভট্টাচার্য পান দেড় লাখের কিছু বেশি ভোট। ফলে তৃণমূলের জয়ের ট্রেন্ড অব্যাহত থাকে দমদমে। তবে ২০১৯-এ এলাকায় দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বিজেপি। একুশের লড়াইতেও সেই ট্রেন্ড বজায় রাখতে কিছুটা সফলও হতে দেখা যায় গেরুয়া শিবিরকে।

শেষাংশ দুয়ের পাতায়

শনিবার সকালে কলকাতার লেক কালীবাড়িতে সকলের মঙ্গল কামনায় পুজো দিলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

মহাকরণের সংস্কার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সচিব পর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পুরনো সচিবালয় মহাকরণের সংস্কার কাজে গতি আনতে তৎপর হল রাজ্য সরকার। সংস্কারের উদ্দ্যেশ্যে ২০১৩ সালের ৫ই অক্টোবর রাজ্যের সচিবালয় মহাকরণ থেকে নবান্নে স্থানান্তর করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তার পর গোটা এক দশক ধরে একাধিক বিশেষজ্ঞ সংস্থার করা পরিকল্পনা মাফিক হেরিটেজ ভবনের বিভিন্ন অংশের সংস্কার চলেছে ধাপে ধাপে। এবার সেই কাজের পর্যালোচনা করতে মহাকরণ সংস্কারের জন্য গঠিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির চেয়ারম্যান তথা মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা বৈঠকে বসেন। মহাকরণে স্বরাষ্ট্র এবং পূর্ত দপ্তরের সচিব ছাড়াও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন। বৈঠক নিয়ে সরকারিভাবে কিছু না জানানো হলেও বিভিন্ন

ব্লকের কাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী এক বছরের মধ্যে সংস্কারের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, মহাকরণের সামনের যে ঐতিহাসিক ভবন তথা মূল বিল্ডিং তার কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। ভিতরের ব্লক-ওয়ান, ব্লক-টুর কাজও প্রায় শেষ। মন্ত্রী, আমলাদের কেবিনের অন্দরসাজ থেকে শুরু করে মূল বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি, কর্মীদের বসার চেয়ার, টেবিল ইত্যাদিতেও বদল এখন দেখা যাচ্ছে। সরকারি ভাবে স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে মহাকরণে মূল ভবন ছাড়া তার সঙ্গে সংলগ্ন পাঁচটি ভবন ছিল। পরে তৈরি হয় অতিরিক্ত ব্লক এ, বি, সি, সিজিএইচ, এবং ডি, ই, এফ, জি। এই যে অতিরিক্ত ব্লক তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যে চারটি ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে। রাইটার্স বিল্ডিংস হল হেরিটেজ ভবন। তাই স্বাধীনতার আগে মহাকরণের যে কাঠামো ছিল তা ধীরে ধীরে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এদিনের বৈঠকের পর নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, রাইটার্সের মূল বিল্ডিংয়ের ২০ শতাংশের বেশি কাজ হয়ে গিয়েছে। বাকি যা কাজ রয়েছে, তা শেষ করা হবে। মূলত অতিরিক্ত আটটি ব্লকের মধ্যে চারটি ব্লক ইতিমধ্যেই পুরো ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাকি আরও চারটি অতিরিক্ত ব্লক ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। সব মিলিয়ে পুরনো চেহারা দিতেই অনেকটা সময় লাগছে। মূল ভবনের পুরোটাই হেরিটেজ। তাই সেখানে রূপটান ছাড়া কোনও পরিবর্তন হচ্ছেনা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

SITUATION VACANT
Sagarpara Teachers, Training Institute (for D.El.Ed. Course)
Vill.-Sagarpara, P.S.- Jalangi, Dist.- Murshidabad, PIN.-742306.
Email-Id:- sagarparatti@gmail.com
Mob. No.- 9733861870, 9732729203, 9732281042 (office)
Applications are invited for the following post :
1) H.O.D-01, 2) Foundation Course: 03, 3) Language (Bengali & English):- 03, 4) Science (Pure & Bio Science):- 02, 5) Humanities & Social Science: - 02, 6) Mathematics:- 02, 7) Health & Physical Education: - 01, 8) Fine Art: - 01:
Note :- The qualification and Experience for the above posts should be as per NCTE norms, Salary & Pay Scale as per NCTE & State Gov. Norms. (Please submit your resume & testimonials within 7 days to the above address or through E-Mail: sagarparatti@gmail.com)
Secretary
Sagarpara Teachers Training Institute
Sagarpara, Murshidabad

CHANGE OF NAME
I, Souvik Dey, S/O Sri Mrinmay Kr..Dey residing at 78/1/12, Biren Roy Road (West), Kolkata-700061, by mistake in my Ration Card, Aadhar Card & Passport wherein name has been recorded as Shouvik Dey instead of Souvik Dey, Vide affidavit dt. 25.04.2024 before the Notary, Govt. of India, Alipore Judge's Court, Kolkata-700027. Souvik Dey & Shouvik Dey is one and the same identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই মে। ২৯ শে বৈশাখ। রবিবার । পঞ্চমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখ বর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(সর্ব ভারতীয় রাম নবমী তিথি মুহূর্ত। আদ্যাপীঠ এ আদ্যামায়ের আবির্ভাব তিথি। দেবী মা ভুবনেশ্বরী আবির্ভাব তিথি মুহূর্ত)

Public Notice
It is hereby informed that my Client Sri **Ramjeet** S/o Lt. Sant Sevak Prasad residing at Kharida, 36 Para, Ward No. 17, P.O- Nimpura, P.S- Kharagpur (Town), Paschim Medinipur and my said Client filed an application for recoded his name before The B. L. & L. R.O. Kharagpur -I and in this A power of attorney exist being No-100300001 for the year 2017, being Book - GP, Volume No:-1003-2017, Page form 1 to 8 and in the said Power of Attorney the attorney is **Tara Debi** W/o- **Ramjeet**.
If anybody has objections then, please contact the B. L. & L. R.O. Kharagpur-1. **Niladri Chatterjee**
Advocate, Judges' Court
Paschim Medinipur
Mob. : 8900479179

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা
১) পিনাকী কুমার সরকার, পিতা – স্বর্গীয় প্রমদা রঞ্জন সরকার, সাং - সাহেব বাগান, মানসপুর, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১২৩ বিগত ইং ২১/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-১, হুগলী অফিসে ১ নং বহির, ভলুম নং ০৬০১-২০২৪, পাতা ৪৮২৫১ থেকে ৪৮২৭২ ও ২৪৭২/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (**সঞ্জয় সরকার**, পিতা - পিনাকী কুমার সরকার, সাং - সাহেব বাগান, মানসপুর, পোঃ ব্যান্ডেল, থানা - চুঁচুড়া, জেলা – হুগলী, পিন - ৭১২১২৩) নিম্নবর্ণিত তপশীলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিক্রয় করি।
তপশীল
জেলা নদীয়া, থানা হাঁসখালি, মৌজা – গাজনা, জে. এল. নং - ১৮, এল. আর. খতিয়ান নং ১২৬৪, ১২৬২, ১২৫৬, ১২৬১, ১২৫৫, আর. এস ও এল. আর দাগ নং ১৪২২, ১৪২৪, ১৪২৫, ১৪২৬, ষোল আনায় ৩.৯৮ শতক আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে।
এতদ্বারা সকলকে আবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন ।
ইতি
সঞ্জয় সরকার
সাহেব বাগান, মানসপুর, ব্যান্ডেল, হুগলী,

নাম পরিবর্তন
আমি সরফরাজ আহমেদ, পিতা Asgar Ali, সাকিন ভবন নং ৬/৫৮, কেলাবাগান লাইন, পো. জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা নোটারি ব্যারাকপুর উত্তর ২৪ পরগনা সমীপে ৯ মে ২০২৪ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি আমার পিতার প্রকৃত এবং সঠিক নাম Asgar Ali, আধার কার্ডে নথিভুক্ত কিন্তু ভুলক্রমে আমার শিক্ষা সার্টিফিকেটে পিতার নাম Asghar Ali হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। Asgar Ali এবং Asghar Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়ার বড়গাছিয়ার সভা থেকে মোদি ও রাজ্যপালকে নিশানা মমতার

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: শনিবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভার অধীনে বড়গাছিয়াতে নির্বাচনী সভা থেকে মোদি ও রাজ্যপালকে নিশানা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুর ৩ টে ৩০ মিনিটে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে বড়গাছিয়া হসপিটাল গ্রাউন্ডে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় মমতা বলেন, 'বিজেপি শুধু মিথ্যা কথা বলছে। বিজেপি হারলে তবেই দেশ বাঁচবে। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল আমরাই পৌঁছে দিয়েছি। আর বিজেপি মিথ্যা প্রচার করছে। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি ওরা খেয়ে নিতে চেয়েছিল। আসলে ওরা চাকরিখেকো বাঘ।'

এছাড়াও মমতা আরও বলেন, 'আমরা এখানে এনআরসি, ক্যা লাগু করতে দেব না। আমরা সবাই নাগরিক। আমরা সবাই বাংলায় একসাথে থাকব। বিজেপি না হারলে দেশ বিক্রি হয়ে যাবে। মানুষ বিক্রি হয়ে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি ১০০ দিনের টাকা দেয়নি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। ক্ষমতা থাকলে ওরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেখাক।'

প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি এদিন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের এই সভা থেকে ফের রাজ্যপালকেও নিশানা করার আক্রমণ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'বাবা, যা শুনতে পাচ্ছি তাতে আমাকে ডাকলে রাস্তায় বসে মিটিং করে নেব। তবে রাজভবনে যাব না।' হাওড়াতে ২০ মে ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের প্রচারে ঝড় তুলতে শনিবার একদিনেই মমতা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণে প্রস্তুত প্রশাসন

নিরাপত্তায় ব্যবহার করা হবে হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফায় আগামী সোমবার রাজ্যের মোট পাঁচ জেলার ৮ আসনে ভোট নেওয়া হবে। এই পর্বে এক কোটি ৪৫ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি ভোট দাতা মোট ৭৫ জন প্রার্থীর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। এর মধ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৭৯ জন। ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সি নতুন ভোটারের সংখ্যা ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৪৪। ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটার রয়েছেন ৭০ হাজার ৬৪৭। চতুর্থ পর্বের জন্য প্রচার শনিবার বিকেলে শেষ হয়েছে। ভোটগ্রহণের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। মোট ১৫ হাজার ৫০৭টি ভোট কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৬৪৭ টি ভোটকেন্দ্রকে সংকটপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। সমস্ত ভোটকেন্দ্রেই ওয়েট কাস্টিং এর ব্যবস্থা থাকছে। চতুর্থ দফার ভোটের নিরাপত্তায় ৫৭৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ৩০ হাজারের বেশি রাজ্য পুলিশ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার কাজে ব্যবহার হবে। থাকছে প্রায় ১৫০ টি কুইক রেসপন্স টিম। জিপিএস মারফত তাদের গতিবিধির ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি চালানো হবে। ভোটে নিরাপত্তায় ব্যবহার করা হবে হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড।

ভোটের রাজনৈতিক প্রচার শেষ

রাত পোহালেই ভোট বীরভূমে, প্রস্তুতি তুঙ্গে

মিলন গোস্বামী, বীরভূম

শনিবার বিকেলে ভোটের শেষ প্রচারে ঝড় তুললেন সব রাজনৈতিক দলগুলি। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে সিউড়িতে রোড শো করলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সাঁইথিয়ায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়া সাহার সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। অন্যদিকে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাধী রায়ের হয়ে রাজনগরে রোড শো করেন অভিনেত্রী লাভলি মৈত্র। বোলপুরে সিপিএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধানের হয়ে মিছিল করেন কর্মী সমর্থকরা, নলহাটিতে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদের সমর্থনে রোড শো হয়। বীরভূম ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট যাতে শান্তিতে হয় তার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, বীরভূমে ১৩১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে, সঙ্গে থাকবেন ৬১৭২ জন রাজ্য পুলিশ কর্মী। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, অন্যদিকে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে ৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের ১৯৪৩ টি পোলিং স্টেশনে ভোটগ্রহণ হবে, যার মধ্যে ৬৪০টি 'ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নির্বাচন কমিশন। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ২২ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৪ জন এবং মহিলা ভোটার ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৯৮৯ জন। এখানে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ১৯। অপরদিকে বোলপুর তপশিলি লোকসভা কেন্দ্রে ১৯৭৯টি পোলিং স্টেশনে ভোটগ্রহণ হবে, যার মধ্যে ৬৫৯টি বুথকে 'ক্রিটিক্যাল পোলিং স্টেশন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটারের সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৩৪ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৪ জন, মহিলা ভোটার ৯ লক্ষ ৮ হাজার ১৩৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ২৩। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে ৮৫ বছর এবং তার উর্ধ্বে ভোটারের সংখ্যা ৬১৩৩ জন এবং প্রথম ভোটারের সংখ্যা ৪৭ হাজার ৮৫২ জন। অন্যদিকে বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে ৮৫ বছর এবং তার উর্ধ্বে ভোটারের সংখ্যা ৭১৬৭ জন এবং প্রথম ভোটারের সংখ্যা ৪৭ হাজার ৪৮৪ জন। সব রাজনৈতিক দলগুলি এবং তাদের কর্মী সমর্থকরা মুখিয়ে আছেন ১৩ মে-র দিকে, নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ভোটারেরা আর সেই ভোট ইভিএম বন্দি হবে আর ফল জানা যাবে চার জুন কে জিতবেন বীরভূমের দু'টি আসনে, অপেক্ষায় আমজনতা।

আজ রবিবার আন্তর্জাতিক নার্সিং দিবস। সেই উপলক্ষে শনিবার বি.পি. পোদ্দার হাসপাতালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন গ্রুপ অ্যাডভাইজার সুপ্রিয় চক্রবর্তী।

সোনারপুরে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু অভিনেতা আজাদ শেখের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর: সোনারপুর থানা এলাকার আড়াপাঁচে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অভিনেতা আজাদ শেখের। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম আজাদ শেখ। ৩৫ বছরের আজাদ অঙ্কুশ হাজরা অভিনীত সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'মির্জা'য় অভিনয় করেছিলেন। ওই সিনেমায় আজাদের ছেলেও একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হয় মৃতের পরিবারের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবারই দেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। সোনারপুর থানার জগদীশপুরের বাসিন্দা ছিলেন আজাদ। শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মামার বাড়ি যাবেন বলে। আজাদের পরিবার সূত্রে খবর, কোনও কারণে দু'দিন পর পরিবারের সকলে মিলে আজাদের মামার বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজাদ শনিবারই বেরিয়ে পড়েন বাইক নিয়ে। তাঁর বাবা মানা করেছিলেন। কিন্তু শোনেননি আজাদ। তার কিছুক্ষণ পরেই দুর্ঘটনার খবর পায় পরিবার। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইক নিয়ে একটি মালবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারে আজাদের বাইক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, বাইকের গতিবেগ এতটাই ছিল যে, সামনের চাকা খুলে গড়িয়ে যায় রাস্তার। বাইকের সামনের অংশটি পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। আজাদের পরিবার সূত্রে খবর, বিভিন্ন রকম কাজে যুক্ত ছিলেন ওই যুবক। ব্যবসা ছিল। পাশাপাশি অভিনয় ছিল তাঁর নেশা। আজাদের পরিবারের বাবা-মা ছাড়া নয় বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। আগামী ২০ মে তার জন্মদিন। স্ত্রী মারা গিয়েছেন আগেই।

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল হুগলির পিএনবিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ৭ মে চন্দননগরে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সার্কেল অফিস হুগলি একটি গ্রাহক সম্মেলন ও ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা লালা লাজপত রায়ের মূর্তিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং মালা পরিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সার্কেল হেড জিতেন্দ্র সোয়াইন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা আঞ্চলিক অফিসের জেনারেল ম্যানেজার এবং ডেপুটি জোনাল হেড পুষ্কর তরাইও। এদিনের অনুষ্ঠানে পুষ্কর তরাই জানান,

হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে পিএনবি পরিষেবা প্রদান করছে। গ্রাহকরা বাড়িতে বসে ৫০ টিরও বেশি ব্যাংকিং পরিষেবার সুবিধা নিতে পারেন, যার জন্য ৯২৬৪০-৯২৬৪০ নম্বরে 'হাই' পাঠাতে হবে। এছাড়াও, আমরা বাড়িতে বসে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পিএনবির ডোর স্টেপ ব্যাংকিং পরিষেবার সুবিধা পেতে পারি যার মধ্যে অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট, নগদ উত্তোলন, নতুন চেকবুক অর্ডার করা, অর্থ জমা করা এবং অন্যান্য পরিষেবাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এর পাশাপাশি এমসিসি হুগলি থেকে উপস্থিত অ্যাসিট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার মন্দক্রান্ত বিশ্বাস, পিএনবি ই-জিএসটি এক্সপ্রেস লোন নামে ব্যাংকের দ্বারা পরিচালিত প্রচারাভিযানের কথা জানান। সঙ্গে এও জানান, ব্যাংকটি ঋণের আকারে ১ কোটি টাকা প্রদান করছে, যার সুদের হার শতকরা ১০.২৫ শতাংশ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে হুগলি সার্কেল অফিসের চিফ ম্যানেজার মনোজ সরকার পিএনবি ডিজি হোম লোন সম্পর্কে গ্রাহকদের অবহিত করেন। সঙ্গে এও জানান, হোম লোনের জন্য সুদের হার শুরু হয়েছে শতকরা ৮.৪০ শতাংশ থেকে। প্রসেসিং ফি এবং ডকুমেন্টেশন ফি-তে ব্যাংক ছাড় দেয়। অনুষ্ঠান শেষে, সার্কেল অফিস হুগলির অ্যাসিট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার ভি. সারাভানন গ্রাহকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে উপস্থিত গ্রাহক ও শাখা ব্যবস্থাপকদের এই প্রকল্পগুলির সঙ্গে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে সংযুক্ত করার আহ্বান জানান।

ekdin_page_3_Layout 1 5/11/2024 11:18 PM Page 1

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ মে ২০২৪ ২৯ বৈশাখ ১৪৩১ রবিবার

কয়লা পাচার নিয়ে বিজেপিকে পাল্টা নিশানা তৃণমূল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার কয়লা পাচার নিয়ে পাল্টা বিজেপিকেই নিশানা করল তৃণমূল। এতদিন কয়লা পাচার নিয়ে বারংবার বিজেপির নিন্দার মুখে পড়তে হয়েছে বাংলার শাসকদলকে। এবার সেই কয়লা পাচার নিয়ে বিজেপিকেই তীব্র আক্রমণ করল তৃণমূল। অমিত শাহের সঙ্গে এক কয়লা ব্যবসায়ীর ছবি পোস্ট করে শাহ তথা বিজেপিকে আক্রমণ করতে দেখা গেল তৃণমূলকে। তৃণমূলের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, অন্ডাল বিমানবন্দরে অমিত শাহকে শুক্রবার বিদায় জানাতে যান এই 'কয়লা মাফিয়া'। এই নিয়ে অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে একটি পোস্টও করে রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূলের সেই পোস্টে লেখা, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অন্ডাল বিমানবন্দরে ছাড়তে যাবেন কে? কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া জয়দেব খাঁ! ক্রোনোলজিটা এবার স্পষ্ট হল!' একইসঙ্গে প্রশ্ন তোলা হল, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে এহেন খাতির না থাকলে কি বিএসএফকে 'ম্যানেজ' করে পাচার চালানো যায়?'

প্রসঙ্গত, নির্বাচনের প্রচারে প্রায়ই বাংলায় আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবারও তিনি রাজ্যে এসে তিন লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার করেন। রানাঘাটে একটি এবং বীরভূমে দুটি জনসভা করেন তিনি। এরপর অন্ডাল বিমানবন্দর হয়ে তিনি দিল্লি ফেরেন। এদিন অমিত শাহকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যেই নজরে আসেন জয়দেব খাঁ নামে এই ব্যক্তি। এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে দেওয়া হয়েছে একটি চিঠিও। গত ১০ মে অন্ডাল এয়ারপোর্ট মারফত এসেছিলেন অমিত শাহ। সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন নেতারা অমিত শাহের সঙ্গে এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকবেন। আর এই তালিকায় থাকা জয়দেব খাঁকে নিয়েই তৃণমূলের আপত্তি। সূত্রে খবর, এদিন মোট ১৬ জন বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে ছিলেন কয়লা ব্যবসায়ী জয়দেব খাঁও। এই সূত্র ধরেই তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, 'ভোট প্রচারে এসে কোল মাফিয়াদের ইমিউনিটি দেওয়া হচ্ছে। অন্ডাল বিমানবন্দরে অমিত শাহকে স্বাগত জানাতে জয়দেব খাঁ ছিলেন।' একটা ছবি ও লেটার হেডে জয়দেব খাঁয়ের উপস্থিতির চিঠি দেখিয়ে এই অভিযোগ আনে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপরই এদিন রাজ্যের মন্ত্রী, 'শশী পাঁজা অভিযোগ করে বলেন, বিজেপির ওয়াশিং মেশিন তাদের জন্যেও। যারা অপরাধী তাদের জন্যেও। অমিত শাহকে ফুল মালা দিয়ে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাতে অন্ডালে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন। জয়দেব খাঁ উপস্থিত ছিলেন। ফুল দিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে। সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। জয়দেব খাঁ কে? দিলীপ ঘোষ-তো রোজ বড় বড় কথা বলেন। দিলীপ ঘোষ ২০২১ সালে এদের সমাজকর্মী বলে দলে নিয়েছিল। দিলীপ ঘোষের হাত ধরে এরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরা হলেন প্রতিষ্ঠিত কয়লা ব্যবসায়ী। এর মধ্যে রাজু ঝা প্রয়াত হয়েছেন। এদেরকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আন্তরিক পরিচয় ছিল এদের।'

এদিকে জয়দেব খাঁর দাবি, তিনি স্থানীয় বিজেপি নেতা। ২০১৯ সাল অর্থাৎ গত বছর লোকসভার সময় তিনি বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। বর্তমানে তিনি আসানসোলে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য। আর সেই কারণেই তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলেন।

রাতের কলকাতায় বাইক ক্যাব বুক করে হেনস্তার শিকার অভিনেত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একের পর এক ঘটনায় কলকাতায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এবার রাতের কলকাতায় বাইক ক্যাব বুক করে হেনস্তার শিকার টেলি অভিনেত্রী তনুশ্রী সাহা। শুক্রবার শুটিং শেষে বাড়ি ফেরার জন্য ক্যাব বাইক বুক করেন এই টেলি অভিনেত্রী। অভিযোগ, টালিগঞ্জ থেকে বাইকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণের কাছাকাছি আসতেই আচমকা বাইক থামিয়ে দুর্ব্যবহার করেন ওই বাইক চালক। পাশাপাশি ফোন করে একাধিক ছেলে ডেকে হেনস্তাও করেন অভিনেত্রীকে। এমনকী মারধর করার হুমকিও দেয় ওই বাইক চালক, অভিযোগ অভিনেত্রী তনুশ্রী সাহার।

একইসঙ্গে তিনি এও জানান, মোবাইলে কথা বলতে বলতেই বাইক চালাচ্ছিলেন ওই বাইক চালক। সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করার পরেই অভিনেত্রীকে নানা ভাবে হেনস্থা করতে থাকেন বাইক চালক। হুমকিও দেন। তৎক্ষণাৎ ওই অভিনেত্রী ১০০ ডায়াল করে পুলিশে খবর দেন, তড়িঘড়ি কলকাতা পুলিশের তরফে টিম এসে পৌঁছয় ঘটনাস্থলে এবং উদ্ধার করেন অভিনেত্রীকে। এই ঘটনার পরে রীতিমতো আতঙ্কে অভিনেত্রী টলি তনুশ্রী সাহা। শুক্রবারের রাতে ঘটনার বিবরণ দিয়ে গিয়ে তনুশ্রী দেবী জানান, 'যখনই বাইক বুক করা হয় তখনই ৫০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত ওরা অতিরিক্ত চায়। না দিলে আসে না। শুক্রবারেও সেটা হয়েছিল। তবে তাতে বাধ্য হয়েই রাজি হতে হয়েছিল ১৫০ টাকা এক্সট্রা দেওয়ার জন্য। এদিন যিনি বাইক নিয়ে আসেন তাঁর বয়স ২৮ থেকে ২৯-এর মধ্যে। শুরু থেকেই উনি ফোনে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালাতে থাকেন। খুবই খারাপভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। দু থেকে তিনবার তো অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে হয়নি। লরির সামনেও চলে যাচ্ছিলেন। আমি বাইক থেকে পড়েও যাচ্ছিলাম। তখনই আমি প্রতিবাদ করি। তাতেই উনি খুব খারাপভাবে আমার দিকে তাকান। বলেন আমি এভাবেই চালাব।' একইসঙ্গে তনুশ্রী দেবী এও জানান, 'হঠাৎ করে যুবভারতীর কাছে একটা গলির কাছে বাইকটা দাঁড় করিয়ে বলেন তুই গাড়ি থেকে নেমে যা আমি আর যাব না। গালিগালাজ করতে থাকেন। আমাকে মারতেও আসেন। আমি কোনওমতে ওখান থেকে সরে আসতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কিছু ছেলে এসে যায়। ও ফোনে ডাকে।' সঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি শুক্রবার রাতে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তাতে যে কোনও মেয়ে খুন হয়ে যেতে পারে।'

রূপান্তরকামী নারীকে ঘিরে হুলস্থূল কলকাতার পাঁচতারা হোটেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হোটেলে। শনিবার সকালে হঠাৎ-ই নজর আসে এক রূপান্তরকামী নারী আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন হোটেলের লবিতে। এরপরই দ্রুত খবর দেওয়া হয় প্রগতি ময়দান থানায়। পুলিশের কাছে ওই রূপান্তরকামী নারী জানান, তার স্বামী এস কে আদিল এবং স্বামীর বন্ধু টাইগার তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করেছেন। একইসঙ্গে এও জানান, তাঁর স্বামী এস কে আদিল আদতে গুজরাতের বাসিন্দা এবং ভদোদরার এক ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছেন তিনি। আর এই আদিলের বন্ধু টাইগার থাকেন মুম্বইয়ে। তবে টাইগার আদতে কাশ্মীরের বাসিন্দা। এই ঘটনা জানতে পারার পর কলকাতা বিমানবন্দরে কাছে এই আদিল এবং টাইগারকে আটক করেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা। অন্যদিকে নির্যাতিতার মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় কলকাতা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজে। সেখানে তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয় বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশের কাছে ওই রূপান্তরকামী নারী জানান, তার স্বামী এস কে আদিল এবং স্বামীর বন্ধু টাইগার তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করেছেন। একইসঙ্গে এও জানান, তাঁর স্বামী এস কে আদিল আদতে গুজরাতের বাসিন্দা এবং ভদোদরার এক ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছেন তিনি। আর এই আদিলের বন্ধু টাইগার থাকেন মুম্বইয়ে। তবে টাইগার আদতে কাশ্মীরের বাসিন্দা। এই ঘটনা জানতে পারার পর কলকাতা বিমানবন্দরে কাছে এই আদিল এবং টাইগারকে আটক করেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা।

এরপরই এই ঘটনায় তদন্তে নেমে অভিযোগকারিণীর ব্যাপারে জানতে পারেন তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর কাছে নথিপত্র দেখতে চাওয়া হলে তিনি যে নথি দেখান তা জাল নথি বলেই জানানো হয় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। জাল নথি দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার কারণে ওই রূপান্তরকামী ওই মহিলার বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত মামলা রুজু করা হয়। এরপরই শনিবারের এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় এই তিনজনকেই।

প্রগতি ময়দান থানা সূত্রে এও খবর মিলেছে, ঘটনার সূত্রপাত গত ২ মে। এঁরা গোয়া থেকে উলুবেড়িয়াতে বিয়ে করার জন্য আসেন। তবে ওঠেন কলকাতাতেই। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বিয়ের আগে তাঁরা একে অপরকে চিনতেন। এদিকে প্রগতি ময়দান পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় দুটি পৃথক মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। রবিবার তিনজনকেই আদালতে পাঠানো হবে।

জগদ্দলে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শন করলেন বিধায়ক পবন কুমার সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার সকালে দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে জগদ্দলের পেপার মিল ময়দানে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে আঁটোসাঁটো করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পেপার মিল ময়দান লাগোয়া এলাকায় প্রশাসনের কড়া নজরদারি চলছে। তবে জোরকদমে চলছে সভাস্থল নির্মাণের কাজ। শনিবার সভাস্থল পরিদর্শন করেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, পাঁচবছর আগে প্রধানমন্ত্রী এই পেপার মিল ময়দানে সভা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বার এই মাঠে সভা করতে আসছেন। সভায় আগত মানুষজনকে গরমের হাত থেকে রক্ষা দিতে মাঠ জুড়ে শেড নির্মাণ করা হয়েছে। পবনের দাবি, এবার সভায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষের সমাগম হবে। এবারে পেপার মিল মাঠের ভিড় ছাপিয়ে পাশের মাঠে গিয়ে মানুষজনকে দাঁড়াতে হতে পারে। গোটা রাজ্যের ফলাফল নিয়ে পবন বললেন, এবারে ভোটাররা খুব নীরব। তবুও আশা করা যাচ্ছে, বাংলায় বিজেপি ২৫ থেকে ৩০টি আসন পাবে।

বেলেঘাটা সিআইডি রোডে প্রচার সারলেন উত্তর কলকাতা তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

মোদিকে কটাক্ষ যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: কেন্দ্রে মোদি সরকারের পতন আসন্ন বলেও দাবি করলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। আদানি-আম্বানির প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসকে একটি জনসভা থেকে আক্রমণ করেছেন মোদি। বিরোধীরা দুই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে মোদির ঘনিষ্ঠ বলে আক্রমণ করে এসেছে দীর্ঘদিন। তাঁদের নাম মোদির মুখে উঠে আসায় ফের সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিষয়টি নিয়ে মোদিকে কটাক্ষ করলেন সিপিএম প্রার্থী। শনিবার বারুইপুর এলাকায় প্রচার করেন সৃজন। বারুপুরের পিয়ালি রেল স্টেশন থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজার এলাকায় জনসংযোগ করতে দেখা যায় তাঁকে। ইতিমধ্যে গোটা দেশে তিনটি দফায় ভোটদান পর্ব মিটেছে। সৃজনের দাবি, তৃতীয় দফার পর বিজেপি টের পাচ্ছে, তাঁদের সরকারে ফিরে আসাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে তাঁদের প্রচার কৌশল বদলে যাচ্ছে বলে দাবি তাঁর। সৃজন বলেন, **'একেক দফা ভোট হচ্ছে, আর বিজেপির চাপ বাড়ছে। মোদি গ্যারান্টি দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন। এখন আবার হিন্দু মুসলমানে নেমে এসেছেন। আম্বানি-আদানিকেও ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। এটা থেকে পরিষ্কার নির্বাচনে বিজেপি হারছে। কেন্দ্রে বিকল্প সরকার তৈরি হতে চলেছে।'**

সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্র্যাক করার চেষ্টা হচ্ছে কুণালকে

অভিযোগ জানালেন তৃণমূল নেতা স্বয়ং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত সপ্তাহে ৩ হাজার ২৮০ বার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্র্যাক করার চেষ্টা করা হয়েছে কুণাল ঘোষকে, এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা নিজেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় সে কথা শেয়ারও করেন তিনি। প্রসঙ্গত, সদ্য উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সঙ্গে কুণালকে এক মঞ্চে দেখতে পাওয়া নিয়ে তোলপাড় হয় বঙ্গ রাজনীতি। এরইমধ্যে আবার কুণালকে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করে দল। যা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর কম হচ্ছে না। যদিও কুণালের অভিমান ভাঙাতে মাঠে নামতে দেখা যায় ব্রাত্য বসু, ডেরেক ও'ব্রায়েনের মতো তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাদের। ডেরেক-কুণাল-ব্রাত্যর মধ্যে একটা বৈঠকও হয়। উল্লেখ্য, কুণালকে অপসারণের যে বিবৃতি দলের তরফে জারি করা হয়েছিল তাতে সই ছিল ডেরেকের। তবে এই প্রসঙ্গে কুণালের বক্তব্য, তিনি দলের কর্মী ছিলেন। কর্মী আছেন, থাকবেনও। তাঁর কর্তব্য তিনি পালন করে চলেছেন। এর মধ্যে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। সঙ্গে এও জানান, তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস।

এদিকে এদিনই আবার ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে সভা করতে যায় কুণাল। এদিকে এরইমধ্যে শনিবার সকালে আসে ওই পোস্ট। সেখানেই ট্র্যাক করার বিষয়টি জানান কুণাল। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, এর পিছনে কাদের হাত তা নিয়েও।

কালবৈশাখীর সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রবি-সোমেও

হিটওয়েভের ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সকাল থেকেই তুমুল বদলে গেল আবহাওয়া। শনিবার সকাল থেকেই রোদের দেখা ছিল না বললেই চলে। আংশিক মেঘলা আকাশ ও হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। ফলে গরমও বেশ খানিকটা কম। বেলা বাড়তেই আকাশের মুখ ভার। কালো মেঘে ঢাকে আকাশ। কোথাও হালকা তো কোথাও আবার মাঝারি বৃষ্টি। এদিকে আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, রবিবার ও সোমবার কালবৈশাখীর সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে দক্ষিণবঙ্গে। কারণ, সাগর থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস ঢুকছে রাজ্যে। বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে স্থানীয়ভাবে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ঝাড়খণ্ডে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। এটা নিয়ে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। এর জেরে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আর এই বৃষ্টির জেরে আগামী কয়েকদিন বাংলার বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের নিচে থাকতে চলেছে। এদিকে স্বস্তির খবর হল, দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহের হিটওয়েভ শেষে ঝড়বৃষ্টি নেমেছে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে। আবহাওয়াবিদদের ধারণা, অসহনীয় হিটওয়েভের ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। চলতি মরশুমে ভারত থেকে বিদায় নিতে চলেছে লু। পাশাপাশি মৌসম ভবনের তরফ থেকেও জানানো হয়েছে, দেশের একাধিক রাজ্যে যে চরম তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি চলছিল, তা এবার ধীরে ধীরে কমবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গে তুলনামূলকভাবে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কম থাকবে। দক্ষিণেও মঙ্গলবার থেকে ধীরে ধীরে কমে আসবে বৃষ্টির দাপট। একইসঙ্গে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদের গ্রাফ। তবে আশার খবর এই যে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমলেও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। এই বৃষ্টির জেরে আগামী কয়েকদিন বাংলার বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের নিচে থাকতে চলেছে। এর পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জন্যও কোনও সতর্কবার্তা জারি করা হয়নি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে।

বৃষ্টি না হলেও শহরের পাম্পিং স্টেশনগুলিতে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানোর নির্দেশ মেয়রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই কলকাতায় লোকসভা নির্বাচন। ৪ জুন ভোট গণনা। ভোটের আগে বৃষ্টির জমা জল তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়ার ব্যবস্থাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে পুরসভার নিকাশি বিভাগ। আর সেই কারণেই এই সময় বৃষ্টি না হলেও ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে শহরের পাম্পিং স্টেশনগুলির উপর, নিকাশি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের, এমনই নির্দেশ দেওয়া হল কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে। একইসঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি পাম্পিং স্টেশনের প্রতিদিনের আপডেট সরাসরি পাঠাতে হবে নিকাশি বিভাগের ডিজি এবং মেয়র পারিষদের কাছে। এর পাশাপাশি মে মাসের প্রথম থেকে যে সব ম্যানহোল থেকে পলি তোলা হয়েছে, সেই সব ম্যানহোলে নতুন করে পলি জমছে কিনা, তা দেখতে দিনে তিনবার করে নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছে নিকাশি বিভাগ। এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, গত তিন দিনের ঝড়বৃষ্টিতে কলকাতার কিছু পকেটে জল জমলেও তা নেমে গিয়েছে দ্রুত।

জল নিকাশি প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'আমি নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের নিকাশিপথের এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি রয়েছে, তাতে বৃষ্টি হলেও ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে জল নেমে যাবে।' এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, নিকাশির জন্য কলকাতা শহরে ৭৬টি পাম্পিং স্টেশন রয়েছে। তাতে পাম্প রয়েছে ৪০৮টি। এই মুহূর্তে নিকাশির কাজে নিয়মিত ৩৯৪টি পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে। মোট ১৪টি পাম্প অকেজো রয়েছে, সেগুলি মেরামতির কাজ চলছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের পুরসভার তরফে বলা হয়েছে, পাম্পিং স্টেশনগুলির জল ঢোকার পথের উপরে নিয়মিত নজর রাখতে হবে। জল ঢোকার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে তার কারণ খুঁজে বের করে দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি পাম্পের জল ঢোকার এবং বের হওয়ার মুখকে পলিমুক্ত রাখতে হবে। পাম্পিং স্টেশনে যেসব পাম্প চলছে তার এবং ওয়াটার লেভেলের ছবি তুলে নিকাশি বিভাগের ডিজি এবং মেয়র পারিষদের কাছে নিয়মিত পাঠাতে হবে। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে কবর, সাধারণ ভাবে রাজ্যে পাকাপাকি ভাবে মৌসুমি বায়ু ঢোকে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। শুরু হয় বর্ষার মরশুম। আর তাতেই বেহাল হয় কলকাতার জনজীবন। তবে এবার শহরের পথ থেকে দ্রুত বৃষ্টির জল নামাতে মাসখানেক আগে থাকতেই তৎপর হয়ে উঠেছে পুরসভার নিকাশি বিভাগ। কলকাতা পুরসভার বিরোধী কাউন্সিলর সিপিআইয়ের মধুছন্দা দেব, বিজেপির বিজয় ওঝাদের বক্তব্য, ভোটের জন্যই নিকাশি বিভাগের এত তৎপরতা। মেয়র পারিষদ তারক সিং অবশ্য এই দাবি মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'রাজনীতি করার জন্য এসব কথা বলতে হয়। এবার শহরে যে ভাবে নিকাশিনালা পরিষ্কার করা হয়েছে, তাতে লকগেট খোলা থাকলে আট ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত জমা জল বেরিয়ে যাবে।'

সম্পাদকীয়

যা পরিস্থিতি, অচিরেই হাতের তাঁতে তৈরি কাপড় দেখতে গন্তব্য হবে মিউজিয়ম!

বর্তমান ভারতবর্ষে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে তাঁতের শাড়িই একমাত্র ব্যতিক্রম, যার দাম ক্রমশ কমছে! সরকারি উদাসীনতাকে কাজে লাগিয়ে অধিকাংশ ব্যবসায়ী-মহাজন যন্ত্রচালিত তাঁতে শাড়ি উৎপাদনকে উৎসাহিত করছেন, আর ক্রেতারা ৩০০ টাকায় 'জামদানি' পেয়ে আহ্লাদিত হচ্ছেন। তবে হাতের তাঁতকে মেরে যন্ত্রচালিত তাঁত যে বিজয়-রথ ছুটিয়েছিল, তাতে লাগাম টেনে দিচ্ছে র‍্যাপিয়ার। হস্ত-তাঁতশিল্পীদের পাশাপাশি যন্ত্রচালিত তাঁতের তাঁতিরাও পেশা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। দেশের ব্যবসার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাই বৃহৎ পুঁজির করতলগত হচ্ছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সুরাতের সস্তার শাড়ি। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এক-দু'টাকা লাভে, এমনকি উৎপাদন মূল্যেও বিক্রি হচ্ছে যন্ত্রচালিত তাঁত-র‍্যাপিয়ারে তৈরি বস্তা-বস্তা শাড়ি।

হস্তচালিত তাঁত নিয়ে গবেষণারত বহু ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, বিভিন্ন তাঁতের হাটগুলিতে শতকরা দশটা হাতের তাঁতের শাড়ি পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। শান্তিপুরের তাঁতের হাটে হাত-তাঁত শাড়ির জন্য আলাদা এলাকা সংরক্ষণের পর্যন্ত উদ্যোগ করা হয়েছে। এক সময় রফতানিযোগ্য বস্ত্র উৎপাদন করে বাংলার অন্যতম তাঁতকেন্দ্র ফুলিয়ার তাঁতপল্লিগুলি অক্সিজেন পেয়েছিল। ফুলিয়াতে 'এক্সপোর্ট হাব' তৈরির পরিকল্পনা দীর্ঘ ১৭ বছরেও হয়নি। তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার জন্য রফতানিযোগ্য বস্ত্রের উৎপাদন বর্তমানে বন্ধ। নতুনরা বিশাল পরিকাঠামোর দায়িত্ব নিয়ে করবেই বা কী? সদুত্তর মেলেনি। যেমন মেলেনি উত্তর, যন্ত্রচালিত তাঁতের শাড়িতে 'হ্যান্ডলুম মার্ক' লাগিয়ে বিক্রির প্রয়োজন হচ্ছে কেন? একদা যন্ত্রচালিত সস্তার মেশিনের কাপড় মসলিন-সহ বাংলার হাতের তাঁতকে ধ্বংস করেছিল। তবুও তার মধ্যে টিকে গিয়েছিল হাত-তাঁতের কাপড়। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি, তাতে অচিরেই হাতের তাঁতে তৈরি কাপড় দেখতে গন্তব্য হবে মিউজিয়ম।

জন্মদিন

আজকের দিন

কাশীনাথ নায়েক

১৯৮৩ *বিশিষ্ট জ্যাভলিন থ্রোয়ার কাশীনাথ নায়েকের জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অলক শর্মার জন্মদিন।*
১৯৯৫ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় পবন কুমারের জন্মদিন।*

'তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা—কোনখানে রাখব প্রণাম'

শান্তনু রায়

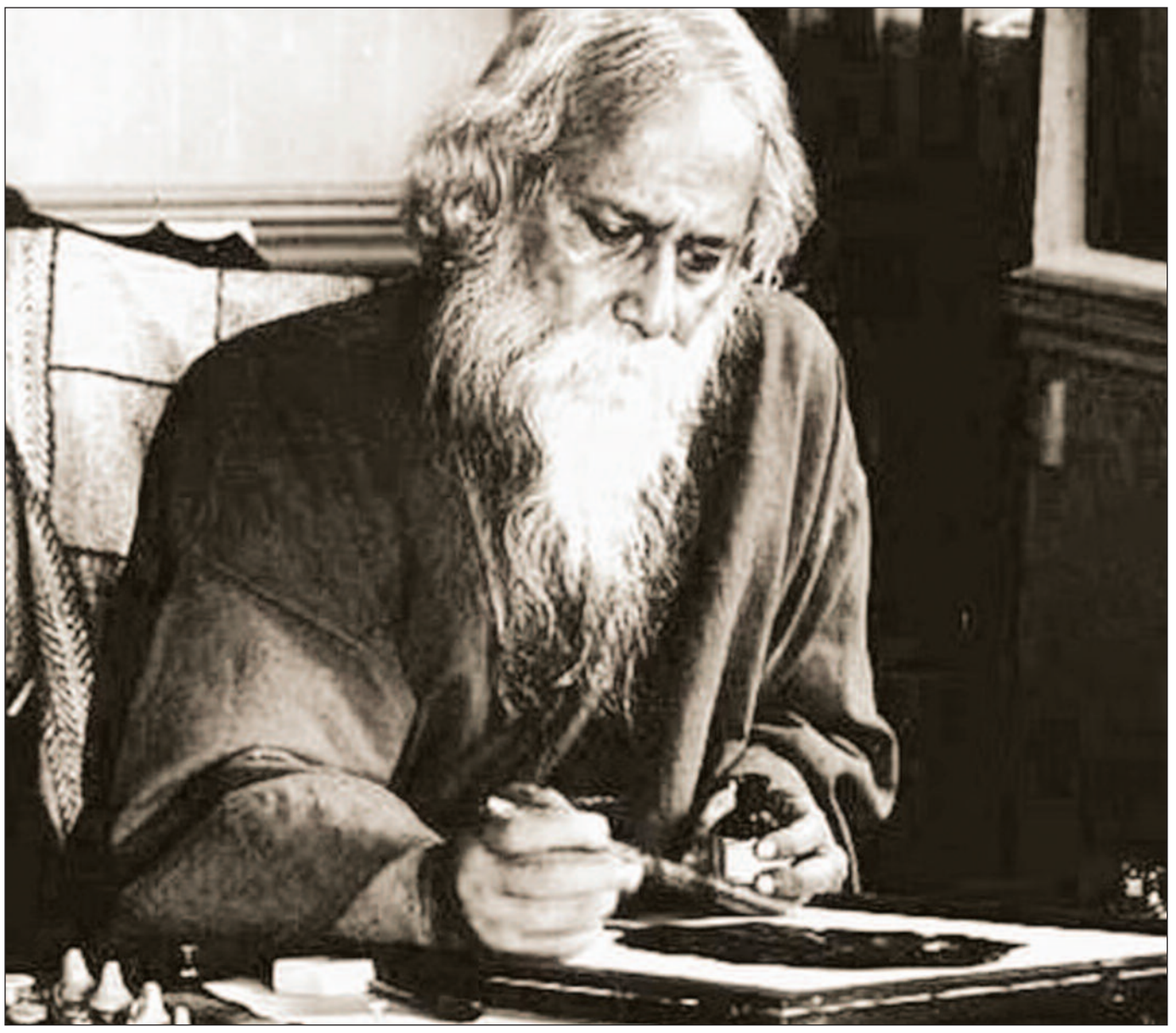

'কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষক-নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা-দ্বারা নীরব করে দিয়েছে।... আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করান রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধি দত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি', বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ এর ২৬শে সেপ্টেম্বর আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতির ভাষনে। উল্লেখ্য ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দীনিবাসে রক্ষীদের গুলিতে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নামে দুই বিপ্লবী নিহত এবং আরো অনেকে আহত হওয়ার নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ঐ সভার আয়োজন হয়, কিন্তু সভা আরম্ভের দু'ঘন্টা আগেই টাউন হল লোকে লোকারন্য হয়ে যাওয়ায় স্থান সংকুলানের অভাবে স্থান পরিবর্তন করে সভা মনুমেন্টের (বর্তমান শহীদ মিনার) পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং এবঙ্গে সেই সভায় জমায়েত হওয়া বিপুল জনসমাগমের সামনে প্রতিকুল শারীরিক অবস্থায়ও সপ্ততিপর কবি উপস্থিত হয়ে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনায়। সক্রিয় রাজনীতির অঙ্গনে বিচরণে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিশ্বভাবনাও স্বদেশভাবনা ব্যতিরেকে নয়; যখনই ডাক এসেছে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা, অন্তরের অপরিসীম মমত্ব তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থায়ও মানুষের পাশে, ন্যায়ের পাশে এককভাবে হলেও, দাঁড়াতে শক্তি যুগিয়েছে। যখনই কোন অন্যায় অনৈতিকতা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে বা তাঁর অনুভবে এসেছে স্রোতের অনুকূলে ভাসতে অনাগ্রহী তিনি সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও নিজের অনুভব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তব্যে ও লেখনীতে — ছিল না অন্য কে কি প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করল সে হিসেবে কিংবা আমাকেই কেন প্রতিক্রিয়া দিতে হবে এমন চিন্তায় দায়িত্বগ্রহণে অনীহা। তিনিই তো বলেছিলেন — শিল্পী সাহিত্যিকের মনকে হতে হবে ব্যাপ্ত — কেবল নিজেরটুকু নিয়ে থাকা বা নিজের স্বার্থভাবনায় নিমজ্জিত থাকা নয়। তবে সেশিক্ষা কতখানি বা আদৌ গ্রহণ করেছে কিনা বঙ্গীয় মনন তারই পরীক্ষা বোধকরি বর্তমান প্রেক্ষিত।

১৯০৫এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হলে তা কবিগুরুর সমর্থন লাভ করেছিল এবং ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সক্রিয় উদ্যোগে স্বদেশী মেলার প্রচলন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তখন গিরিডিতে বসে অনেকগুলি স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করেছিলেন যার মধ্যে আছে, ও আমার দেশের মাটি, সার্থক জনম আমার ও ছি ছি চোখের জলে ভেজাস নে ইত্যাদি।

কোলকাতায় ফিরে ১৭ই সেপ্টেম্বর সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এক সভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ১৬ই অক্টোবর 'অরন্ধন' পালন করে উপোষের মাধ্যমে প্রতিবাদ করার এবং বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রকাশ হিসেবে রাখীবন্ধন উৎসবের আহ্বান করেন। রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে তিনি 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন।

বঙ্গবিভাগের মাধ্যমে ইংরেজ রাজশক্তির বাঙালির ঐক্যের বিনষ্টর অপকৌশল সম্বন্ধে চেতাবনি দিয়ে ১৩১১ এ 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুন করিয়া তুলিবে।

কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলনে বয়কট নিয়ে বাড়াবাড়ি ও বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পায় নি।

যদিও 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থের রচয়িতা হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় এর মতে — ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথও এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে 'বয়কট'কে আর সমর্থন করতে পারলেন না এই বলে যে,এর সর্বাঙ্গে জড়ানো রয়েছে বিজাতীয় বিদ্বেষ, যা মানবধর্মের বিরোধী'।

রবীন্দ্রনাথের এমন প্রতীতির প্রকাশই হয়ত পেয়েছে অনেক পরে প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়ে'। 'চার অধ্যায়ে'র আভাসপত্রে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে কি বলেছেন দেখা যেতে পারে — 'এমন সময় লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ন রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খন্ডিত করবে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতকে কৃশ করে দেবে,এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদবেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। ... সেইসময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন, তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা-পন্থারসূচনা।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন ১৩৩৮ এর শ্রাবনে লিখিত 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে, যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙ্গালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট, নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালারা নির্মম ভাবে তাদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হয়নি।... আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখন্ডিত হলে বাঙালিদের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্র প্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় একথাটা মনে রাখা দরকার।

যদিও বাংলা শেষ পর্যন্ত ভাগই হয়েছে ১৯৪৭ এ ভারতভাগের সময় এবং সে ভাগও হয়েছে নিছক ধর্মের ভিত্তিতে। আরও আক্ষেপ ও লজ্জার যে সেজন্য কত রক্ত ঝরেছে হনন হয়েছে এই বঙ্গভূমিতেও। রবীন্দ্রনাথের অসীম সৌভাগ্য যে এই ভাগাভাগির ঠিক এক বছর আগে এই কোলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত সেই ক্যালকাটা কিলিং কিংবা সেবছরই লক্ষীপুজোর দিনে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে নোয়াখালিতে দাঙ্গার নামে ধর্মীয় কারণে একতরফা গণহত্যার ঘটনা তাঁর জীবদ্দশায় ঘটে নি। অন্যদিকে ১৯১৯ এর ১৩ই এপ্রিল বৈশাখী উৎসবের দিনেই অমৃতসরের জালিয়নওয়ালাবাগের পার্কে সেই ব্যতিক্রমী নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌছলে তিনি নিদারুন ব্যথিত হয়ে গান্ধিজীকে অবিলম্বে পাঞ্জাব যেতে অনুরোধ করলেও নারাজ গান্ধিজী উল্টে বললেন, I do not want to embarrass the Govt. now.

রবীন্দ্রনাথ হাল না ছেড়ে অন্যান্য নেতাদের, এমন কি দেশবন্ধুকেও অনুরোধ করে বিফল হলেন। কিন্তু নির্মম ঘটনার অভিঘাত কবির বিবেককে স্থির থাকতে দিলনা। ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে যে প্রতিবাদপত্র প্রেরন করলেন তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও এককভাবে নির্ভীক প্রতিবাদের সাহসের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকল। প্রতিবাদে ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব নাইটহুড বর্জন করে তিনি ভাইসরয়কে যে পত্র দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ এরকম — The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humilliation...

রবীন্দ্রনাথের এমন প্রতীতির প্রকাশই হয়ত পেয়েছে অনেক পরে প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়ে'। 'চার অধ্যায়ে'র আভাসপত্রে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজে কি বলেছেন দেখা যেতে পারে — 'এমন সময় লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ন রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খন্ডিত করবে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতকে কৃশ করে দেবে,এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদবেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। ... সেইসময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়) ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন, তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা-পন্থারসূচনা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন ১৩৩৮ এর শ্রাবনে লিখিত 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে, যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙ্গালির চিত্ত বিক্ষুব্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট, নীতি অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগে বোম্বাই-মিলওয়ালারা নির্মম ভাবে তাদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হয়নি।... আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এই যে, বাংলা দ্বিখন্ডিত হলে বাঙালিদের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্থ দরদ দিয়ে বোঝবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্র প্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় একথাটা মনে রাখা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদে পরে গান্ধিজী জালিয়নওয়ালাবাগে গেলেও আর কোন ভারতীয় (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ব্যতীত) প্রতিবাদে এমন সোচ্চার হননি।

একথা সত্য যে ১৯৩৪ এ 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হলে তা পাঠ করে বাংলার বিপ্লবীসমাজ অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এও সত্য এর মাত্র তিন বছর আগেই হিজলী বন্দীনিবাসের ঘটনার প্রতিবাদে টাউন হলের ঐ সভায় সভাপতি হিসেবে তাঁর মর্মস্পর্শী ও বলিষ্ঠ ভাষণ সকলের মনকে সঞ্জীবিত করেছিল।শুধু তাই নয় দার্জিলিং থেকে ঐ বছরের ২রা নভেম্বর এ বিষয়ে একটি প্রতিবাদ পত্রও পাঠিয়েছিলেন দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে, অমল হোমের মাধ্যমে। যদিও রাজভক্ত পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সে পত্রটি ছাপতে অস্বীকৃত হন।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বিপ্লবীদের দমন করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টায় অনেকটা সফল হয়। নৃশংস অত্যাচারী পুলিশ অফিসার আসানুল্লাকে বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্য গুলি করে হত্যা করলে (৩০শে আগষ্ট ১৯৩১) এর প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে আরম্ভ হওয়া বীভৎস সাম্প্রদায়িক ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুভব করে হেমন্তবালা দেবীকে ৬ই সেপ্টেম্বর কবি লিখছেন, 'এইরকম ব্যাপারের দ্বারা দুটো গুরুতর অনিষ্ট হচ্ছে।.... যারা আমাদের আপন লোকদের এরকম সাংঘাতিকভাবে পর করে দিচ্ছে তারা করছে স্বার্থের জন্য।... তারা চিরদিনের জন্য দেশের চিত্তে যে অবিশ্বাস যে ঘৃনা আবিল করে তুলছে তাতে চিরদিনের মতোই তাদের নিজের ক্ষতি'।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বার নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে কিছুতেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে না দেওয়া গান্ধিপন্থীদের আচরনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ এগিয়েএলেন, চিঠি দিলেন গান্ধিজীকে অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য — যদিও ভবী ভুলল না। তবে গান্ধীজি আখ্যায়িত 'স্পয়েল্ট চাইল্ড' সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ডেকে সম্বর্দ্ধনা দিয়ে বললেন — সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণকরি...।

আবার ত্রিপুরী কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোবিন্দদাসের কথায় '...ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং... কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান' বক্তব্যের সমর্থনে — 'হিন্দুস্থানকা হিটলার কী জয়! মহাত্মা গান্ধীজী কী,জয়!' জয়ধ্বনি উঠলেও ঐ সভার মধ্যমনি মাননীয় পন্ডিত নেহরু বা আর কেউ সেসময় প্রতিবাদ না করলেও বাংলা থেকে ব্যথিত বিস্মিত কবি আক্ষেপ প্রকাশ না করে পারেননি। প্রসঙ্গত 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন-গাছের গোড়ায় বিদেশী সার দিলেই গাছ বিদেশী হয় না যে মাটি তার স্বদেশী তার মূলগত প্রাধান্য থাকলে ভাবনা নেই। পৃথিবীতে স্বরাজই এমন কোন দেশই নেই যেখানে অন্য দেশের আমদানি জিনিস বহুল পরিমানে ব্যবহার না করে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই তারা নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকেও সার্থক করেছে— কেবল একদিকে নয়, কেবল বণিকের পণ্য-উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জনে বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্পসাহিত্য-সৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে। (কালান্তর) যা আজও হয়ত প্রাসঙ্গিক বর্তমানের বিবিধ বিতর্কের প্রেক্ষিতে-আজকের বিভিন্ন অন্যায় অবিচার ও আধিপত্যবাদের রূঢ় পীড়নের আবহে তাঁর সেই প্রাজ্ঞ প্রতিবাদী উচ্চারন্নে প্রাসঙ্গিকতা যেন বারংবার প্রতিভাত হচ্ছে। তিনিই আমাদের চিরন্তন আশ্রয়। তাঁর অস্তিত্ব তো নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে — সদা অনুভবে — তিনিই নাথ-চিরসখা, তিনিই আমাদের পিতা-তিনিই বাঙালির আত্মপরিচয়; জাতি হিসেবে বাঙালি তাই অসীম ভাগ্যবান।

এই মহাপ্রাণের একশতেষট্টিতম জন্মবার্ষিকীতে একান্ত প্রার্থনা তাঁর জীবন ও বাণীর অনুপ্রেরণার 'আগুনের পরশমনি'র পরশে আমাদের জীবন ধন্য হোক, আগশুদ্ধি হোক।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরুলিয়ার নিতুড়িয়াতে বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত পাঁচ, আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার নিতুড়িয়া থানা এলাকায় বেপরোয়া লরির ধাক্কায় দুই পরিবারের মোট ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় ৬ জন আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হল সড়বড়ি গ্রামের ভাগ্যবতী মণ্ডল (৬২)। তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ছিলেন। তাঁর স্বামী শ্যামাপদ মণ্ডল (৭৪)। তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক। অপরদিকে তাঁদের ভাইপোর স্ত্রী মৃদুলা মণ্ডলের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। তিনি বর্তমানে বড়তোড়িয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এএনএম কর্মী ছিলেন। এদিন তাঁরা একটি টোটো করে বিয়েবাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ঘটনায় টোটো চালক আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। টোটো চালক পেশায় একজন সিভিক ভলান্টিয়ার বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনায় অপর পরিবারের স্বামী ও স্ত্রী দুজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতেরা হল জহরলাল টুডু (৬৮)। তিনি পেশায় অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক। এবং তাঁর স্ত্রী সোনামণি টুডু (৫৯)। ওইদিন তাঁরাও একটি বিয়ে বাড়ি থেকে সস্ত্রীক বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে একটি লরি সড়বড়ি থেকে বরাকর দিকে যাচ্ছিল। লরির চালক বেপরোয়াভাবে গাড়িটি চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। লরিটি ভামুরিয়া মোড়ে ঢোকার মুখে প্রথমে একটি টোটোকে ধাক্কা দেয়। টোটোতে চার জন ছিল। পরে একটি বাইককে ধাক্কা মারে। এভাবে রাস্তায় ধারে থাকা একাধিক গাড়ি ও ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়ে লরিটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশ লরিটিকে আটক করতে পারলেও চালক ও খালাসি ঘটনার সময় লরিটি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পালিয়ে যায়। পরে চালককে পুলিশ আটক করে। রাতেই কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনার পরে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ক্ষিপ্ত জনতা রঘুনাথপুর -বরাকর রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করে। রঘুনাথপুর মহকুমা থানার পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় ছুটে যায়। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে রঘুনাথপুর বরাকর রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে পুলিশ পরিস্থিতির সামাল দেয়।

শনিবার নিতুড়িয়া থানার পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ওই গাড়িটির চালক বেপরোয়াভাবে ট্রাকটি চালানোর ফলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমরা ওই ট্রাকের চালককে গ্রেপ্তার করেছি। তাকে আদালতে তুলে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে ঘটনার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

শেষ প্রচারে বাজিমাত বিজেপির
মিঠুনের হাত ধরে বিজেপিতে মুকুটের স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: লোকসভা নির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা আগে বড় চমক বিজেপির। তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর স্ত্রী বিজেপিতে যোগদান করলেন বিজেপি নেতা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর হাত ধরে। শনিবার শেষ মুহূর্তের ভোট প্রচারের আগে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে ভোট প্রচারে এলেন বিজেপির তারকা প্রচারক তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন হেলিকপ্টারে আসার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তিনি সড়ক পথেই নদিয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তাহেরপুরের নেতাজি মাঠে আসেন। সেখানে জগন্নাথ সরকারের সমর্থনে ভোট প্রচার করেন মিঠুন চক্রবর্তী, সেই সভা মঞ্চ থেকেই রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারের উপস্থিতিতে মিঠুন চক্রবর্তীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর স্ত্রী স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী। যদিও কিছুদিন আগে মুকুটমণি অধিকারীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের একটি কথা উঠে আসে এবং সূত্র মারফত জানা যায় সেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে, এখনও পর্যন্ত খাতায়-কলমে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারীর স্ত্রী স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী। তাই ভোটের আগে তৃণমূল প্রার্থীর স্ত্রীকে বিজেপিতে যোগদান করিয়ে এক বড়সড় চমক আনল বিজেপি। এদিন মঞ্চ থেকেই স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী জানান, তিনি সজ্ঞানে এবং নিজের ইচ্ছেতেই বিজেপিতে যোগদান করেছেন। যদিও এদিনের এই সভা মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক সুযোগ-সুবিধা এবং প্রকল্পের কথাও জানান বিজেপি নেতা তথা তারকা ক্যাম্পেনার মিঠুন চক্রবর্তী। তবে শেষ প্রচারের আগে নতুন চমক এনে ভোট বাক্সে অনেকটাই প্রভাব ফেলবে বিজেপি এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন বিজেপিতে যোগদান করে সভা মঞ্চ থেকে মুকুটের স্ত্রী স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী জানান, তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি আমাকে ঠকিয়েছে। তাই ওকে বিশ্বাস করে ভোট দিলে আপনাদেরও ঠকতে হবে। পাশাপাশি মুকুটমণির প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকারকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান মুকুটের স্ত্রী স্বস্তিকা ভুবনেশ্বরী। এ প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সুতপা চৌধুরী হত্যাকাণ্ডের ছায়া
প্রেমিকাকে ডেকে এনে ছুরি দিয়ে কোপ মেরে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: দু'বছর পর সুতপাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটল মুর্শিদাবাদে। এ বার প্রেমিকাকে ফোন করে ডেকে এনে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানা এলাকায়। ঘটনার কিছু ক্ষণের মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভরদুপুরে প্রকাশ্যে এমন হাড়হিম করা ঘটনায় থমথমে গোটা এলাকা। ইতিমধ্যে মৃতার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মিঠু শেখ নামের এক যুবক তাঁর 'দীর্ঘ দিনের প্রেমিকা' সাবিনা খাতুনকে ফোন করে ডাকে। অন্য এক যুবকের সঙ্গে প্রেমিকার সম্পর্ক রয়েছে, এই সন্দেহ করে তাঁদের ঝগড়া শুরু হয়।

ওই বাকবিতণ্ডার মধ্যে হঠাৎই পকেট থেকে একটি ছুরি বার করে এলোপাথাড়ি তিনি সাবিনাকে কোপাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। ধারালো ছুরির আঘাতে গলার নলি কেটে যায় নাবালিকার। নাবালিকার গোঙানির শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন। তত ক্ষণে দৌড়ে পালিয়ে যায় ওই যুবক। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। পুলিশ নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রেমিকাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত। কিন্তু, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই যুবককে হাজারিপাড়া গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে অভিযুক্তের পরিবার সূত্রে খবর, ওই নাবালিকার সঙ্গে কয়েক বছরের সম্পর্ক ছিল মিঠুর। কিন্তু কয়েক মাস আগে তাঁদের সম্পর্কের অবনতি হয়। সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল ওই নাবালিকা। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে অশান্তি হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে যে এমন ঘটনা ঘটবে, কেউ কল্পনাই করতে পারেননি। পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'মানসিক অবসাদ থেকে ওই নাবালিকাকে খুন করে ফেলেছে মিঠু!'

তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল বাইক মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আগামী ২১ মে গোপীবল্লভপুরের ছাতিনাশোলে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী কালীপদ সরেন এর সমর্থনে জনসভা করতে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তার আগে দলীয় কর্মীদের বাইক মিছিল সহযোগে একপ্রস্থ রোড শো সারলেন তৃণমূল প্রার্থী কালীপদ সরেন। শনিবার সকালে গোপীবল্লভপুর বাজারের চেকপোস্ট এলাকা থেকে প্রায় হাজার খানেক বাইক সহযোগে তৃণমূল প্রার্থীর রোড শো শুরু হয়। পরে গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের পাঁচ নম্বর অঞ্চল হয়ে আলমপুর ৬ নম্বর অঞ্চল রোড শো করে একে একে ব্লকের সাতটি অঞ্চল ঘুরে প্রার্থীর প্রচার শেষ হয় বাবুডুমরো গ্রামের হনুমান মন্দির চত্বরে। এদিন তৃণমূল প্রার্থীর এই প্রচারে অংশ নেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি হেমন্ত ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনের কর্মসূচি থেকে জেলা তৃণমূলের সভাপতি দুলাল মুর্মু ও ব্লক সভাপতি হেমন্ত ঘোষ দাবি করেন, দলের নেতা থেকে কর্মী সবাই ভোটের মুহূর্তে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিচ্ছেন। কর্মীদের এই আবেগ দেখে বোঝা যাচ্ছে ঝাড়গ্রাম লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী জয় নিশ্চিত।

পায়েলকে শুভেচ্ছা জানালেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও চরম আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এবছর উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করেছে পায়েল পাল। বিষয়টি জানতে পেরে পায়েলের বাড়িতে গেলেন স্বয়ং জেলা শিক্ষা আধিকারিক। পায়েলের আগামী দিনে পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে কোনো রকম সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য দিয়েছেন সহযোগিতার আশ্বাস।

জানা গিয়েছে, এদিন পায়েলের বাড়িতে যান জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট সদর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অরিজিৎ ভাদুড়ি, জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর দপ্তরের বড়বাবু ময়েজউদ্দিন কাজী। পায়েলের হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন তাঁরা। পাশাপাশি আগামী দিনে পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে পায়েলের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দা পায়েল বিশেষভাবে সক্ষম। চলাচলের ক্ষেত্রে মা-বাবার উপর নির্ভর করতে হয় তাঁকে। মায়ের কোলে চেপে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল সে। কোমর থেকে নিচের অংশেই মূল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে পায়েলের। প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৬০ নম্বর পেয়েছে পায়েল। গড়ে প্রায় ৯২ শতাংশ। তাঁর বিষয় ভিত্তিক নম্বর গুলি হল বাংলা-৮০, ইংরেজি-৭৭, ভূগোল-৯৭, দর্শন-৯১, সংস্কৃত-৯৩, শিক্ষাবিজ্ঞান-৯৯। ভূগোল নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করতে চায় পায়েল। এবং ভবিষ্যতে ব্যাংকে চাকরি করতে চায় সে। তবে তার বাবা-মা এই সাফল্যে খুশি হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার কিভাবে বহন করবেন এবং কলেজে যাতায়াত নিয়েও বেশ চিন্তায় পড়েছিলেন।

এ বিষয়ে পায়েলের বাবা জানান, 'সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি কৃষি কাজ করি। মেয়ের এই ফলাফলে আমি খুব খুশি। আগামীতে উচ্চশিক্ষায় সরকারি সাহায্য পেলে খুবই ভালো হয়।'

এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা আধিকারিক (সমগ্র শিক্ষা মিশন) বিমল কৃষ্ণ গায়েন বলেন, 'সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকে যে সমস্ত গ্রান্ট দেওয়া হয় তা যাতে সময় মতো পায় তার ব্যবস্থা, ভর্তির বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে। বইপত্রের বিষয়ে সহযোগিতা লাগলে তা করা হবে।'

ব্যারাকপুর ও বনগাঁয় জোরদার প্রচার বিজেপি ও তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: আগামী ২০ মে পঞ্চম দফায় ভোট বারাকপুর ও বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে। তার আগে তৃণমূলের দুই প্রার্থী পার্থ ভৌমিক ও বিশ্বজিৎ দাস এর সমর্থনে প্রচার করতে আসছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের এই দুই হেভিওয়েট নেতা-নেত্রী ছাড়াও পার্থ ভৌমিকের হয়ে প্রচারে আসবেন ঘাটালের বিদায়ী সাংসদ, এবারের প্রার্থী ও বিশিষ্ট অভিনেতা দেব। ফলে বরিবার থেকেই প্রচারে উঠে আসছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এই দুই লোকসভা কেন্দ্র। রবিবার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের জগদ্দল বিধানসভার জিলাপি মাঠে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং এর সমর্থনে সভা করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এমনকী বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের সমর্থনেও একাধিক সভা করবেন নমো ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

রবিবার ব্যারাকপুর লোকসভার অন্তর্গত আমডাঙা বিধানসভার সাধনপুর মাঠে দুপুর ২ টো নাগাদ পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং দুপুর ১২টা নাগাদ বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাগদা বিধানসভার হেলেঞ্চা স্কুল মাঠে বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ বনগাঁ স্টেশন সংলগ্ন অভিযান মাঠে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের সমর্থনে সভা করবেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুই নির্দল প্রার্থী-সহ বিক্ষুব্ধ ১০০ তৃণমূল পরিবার আবারও তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মান অভিমান ভুলে দুই নির্দল প্রার্থী সহ প্রায় একশো তৃণমূল কর্মীর পরিবার তৃণমূলের মূল স্রোতে ফিরে এল। রবিবার আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তারা তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্বের হাত থেকে আবারও তৃণমূলের দলীয় পতাকা হাতে তুলে নেন। লোকসভা ভোটের মুখে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ঘর গোছাতেই তারা দুই নির্দল প্রার্থীকে যোগদান করান। আরামবাগ মহকুমার গোঘাটে দুই নম্বর ব্লকের কুমারগঞ্জ এলাকা থেকে দুই নির্দল প্রার্থী শ্রাবন্তী ঘোষ ও মীনু মাল সহ ১০০ তৃণমূল পরিবার আবারও তৃণমূলে যোগদান করল। তাদের দাবি, গোঘাট দুই নম্বর ব্লকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের শিকার হন তারা। তাই তারা তৃণমূলের সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে নির্দল প্রার্থীর হয়ে এলাকায় কাজ শুরু করি। এমনকী পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়লাভ করি। এলাকার মানুষের পাশে থাকতে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে আবারও সক্রিয় তৃণমূল দলে যোগদান করলাম। প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে চলে দলবদলের খেলা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা টিকিট না পেয়ে অন্য দলে সামিল হন। দিশাহারা অবস্থা হয় সাধারণ ভোটারদের। কাদের ভোট দিয়ে জেতাবো। যাকে জেতাবেন তিনি আবার কয়েক দিন পর ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কয়েক কোটি টাকার বিনিময়ে অন্য দলে লাফ মারবেন। এই সব নানা প্রশ্ন সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও রাজনৈতিক নেতারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য দল বদল করেই যাচ্ছে। যোগদান প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, জয়ী নির্দল প্রার্থী আমাদের মহকুমা তৃণমূল অফিসে এসে যোগদান করল। ওদের সঙ্গে প্রায় ১০০ জন মহিলা সহ পুরুষ ছিল। ওরা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবারেরই ছিল, অন্য কোন দলে যায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য প্রার্থী মিতালী বাগকে জয়ী করতে যোগদান করল। তৃণমূলে যোগদানকারী নির্দল পঞ্চায়েতের সদস্য শ্রাবন্তী ঘোষ বলেন, এর আগে প্রথম পাঁচ বছরে আমি পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলাম তারপরে ছিলাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। যেকোনো কারণে এবারে টিকিট পাইনি। আমি নির্দল থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং জয় লাভ করি। আজকে আমরা দু'জন পঞ্চায়েত সদস্য সহ ১০০ জন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করালাম। সবমিলিয়ে গোঘাটের কুমারগঞ্জ এলাকার দুই নির্দল প্রার্থীসহ তৃণমূল পরিবারগুলি আবারও সক্রিয় তৃণমূলে যোগদান করায় তাদের স্বাগত জানায় আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

পরিবেশ রক্ষায় কুড়মি সমাজের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জঙ্গলমহলে আদিবাসী কুড়মি সমাজের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী 'সেভ ফরেস্ট সেভ আর্থ' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ১০ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হবে। আদিবাসী কুড়মি সমাজের অন্যতম যুব কর্মকর্তা তুহিন মাহাতো জানান, প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার উদ্দেশ্যেই সমাজের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। কুড়মালি ভাষায় কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'জংঅল জিআউআ হামদুমিতে'। অর্থাৎ জঙ্গল বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। পরিবেশ সুরক্ষার সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচিতে দলমত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকেই সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

যোগ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি এসবিএস গভর্মেন্ট কলেজের এনএসএস ইউনিট অর্থাৎ জাতীয় সেবা প্রকল্পের অধীনে একটি যোগ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই সচেতনতা শিবিরের মূল বক্তা ছিলেন উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য যোগ ব্যক্তিত্ব পঙ্কজ ভগত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ড. অভিজিৎ সরকার ও কলেজের অধ্যাপক ত্রিদ্বীপ পন্ডিত। পেশায় যোগ শিক্ষক ও ইন্ডিয়ান যোগ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য-কর্মকর্তা পঙ্কজ ভগত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে খুব সহজভাবে যোগ বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক আলোচনা করেন। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করেন যোগ নিয়ে পড়াশোনা করলে জীবনে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় এবং সুষ্ঠু জীবন যাপন করা যায়।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে নতুন শিক্ষানীতি (জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০) অনুযায়ী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স হিসেবে সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী যোগ শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করছে।

দু'দিনের বৃষ্টিতে আমের ফলনে লাভের আশা দেখছে চাষি থেকে উদ্যানপালন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় দু'দিনের হালকা স্বস্তির বৃষ্টিতে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে আম চাষিদের। এপ্রিল মাসের শুরু থেকে যেভাবে তীব্র দাবদহে পুড়ছিল মালদা, তাতে ব্যাপকভাবে আমগাছে রোগ পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়েই আচমকায় বৃষ্টি এবং শীতল আবহাওয়ার জেরে কিছুটা হলেও রেহাই মিলেছে মালদার আম চাষিদের। যেভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ পোকার আক্রমণ নিয়ে চাষিরা দুশ্চিন্তায় ছিলেন, সেখান থেকেও স্বস্তি মিলেছে আম চাষিদের। যার ফলে এবারে জলদি জাতের আম যথা - আম্রপলি, গোপালভোগ, হিমসাগর, মিশ্রিকান্ত, জিলাপিগাড়া, লদণভোগ বিপুল পরিমাণে উৎপাদন হওয়ার আশা করছেন চাষিরা। মূলত এই জাতের আম মরশুমের প্রথমেই পরিপক্ক অবস্থায় গাছ থেকে পারা হয়। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে গাছ থেকে আম পারার কাজ। তার আগে মালদায় দুই দিনের বৃষ্টিতেই আমের গোড়া শক্ত এবং রোগ পোকা দূর হবে বলেও মনে করছে উদ্যানপালন দপ্তর।

জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর মালদায় প্রায় ৩৩ হাজার হেক্টর জমি জুড়ে আম চাষ হয়েছে। আমের মুকুল গাছে ধরার পর থেকেই ব্যাপক ভাবে আম উৎপাদনের আশঙ্কা করেছিল চাষি থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। কিন্তু এপ্রিল মাসের শুরু থেকে যেভাবে জেলা জুড়ে তাপ প্রবাহ চলছিল তাতে অনেকটাই সমস্যা পড়েছিলেন মালদা আম চাষিরা। ৪৩ থেকে ৪৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা জেরে আমের গোড়া ফেটে যাচ্ছিল এবং রোগ পোকাও দেখা দিয়েছিল।

পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আম চাষি রহিম শেখ, বদরুদ্দীন শেখ বলেন, এপ্রিল মাসের গরমে আমের ফলনে অনেকটাই ক্ষতি করেছিল। তীব্র দাবদহের কারণে আম ফেটে যাচ্ছিল। ফলে জলদি জাতের আম উৎপাদন নিয়ে আমরা দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। কিন্তু কয়েকদিনের শীতল আবহাওয়া এবং হালকা বৃষ্টির জেরে দুশ্চিন্তা অনেকটা কমিয়েছে। কারণ এই বৃষ্টির জল পেয়েই রোগ পোকা দূর হবে এবং আমের গোড়া শক্ত হবে। ফলে কালবৈশাখীর জেরেও আম ঝরে পড়া সম্ভব না অনেকটাই কম থাকবে। পাশাপাশি আম উৎপাদনের মাত্রাও অনেকটাই বাড়বে। মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, যে আমগুলো মরশুমের প্রথমে উৎপাদন হয় এবং গাছ থেকে পারা হয়, তার দাম বাজারে ভালো থাকে। ফলে চাষিরা এই আম পাইকারদের কাছে বিক্রি করে ভালো লাভ করতে পারেন। কিন্তু প্রথম থেকেই তাপপ্রবাহ নিয়েই আম চাষিরা দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তবে এখন খানিকটা স্বস্তি এসেছে। দুইদিনের বৃষ্টিতে আমকে ক্ষতির মুখ থেকে অনেকটাই রক্ষা দিয়েছে। এবছর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি আম উৎপাদনে সম্ভাবনা রয়েছে মালদায়। এতে করে চাষিরা অনেকটাই লাভ করতে পারবেন।

মালদা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। তবে এবারে মালদায় আম উৎপাদন অনেকটাই বেশি হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

প্রচারে কর্মীদের ভিড় না থাকায় সুকান্তর অন্যত্র যাওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার পানাগড়ের বিশ্বকর্মা মন্দির থেকে বিজেপির রোড শো শুরু হতেই গুটিকয়েক কর্মী সমর্থকের যোগদান দেখে পানাগড় বাজারে গাড়ি থেকে নেমে অন্যত্র বেরিয়ে যান সুকান্ত মজুমদার!

এদিন হুডখোলা গাড়িতে চেপে রোড শো শুরু করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন যদিও এদিন সকাল থেকেই এলাকায় এলাকায় মাইকে করে প্রচার করা হয়েছিল সুকান্ত মজুমদারের রোড শো সফল করার জন্য সকলকে যোগদানের জন্য। কিন্তু রোড শো শুরু হতেই সুকান্ত মজুমদার গাড়িতে চেপে সকলের দিকে হাত নাড়ালেও সুকান্ত মজুমদারকে দেখে এলাকার মানুষের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না বলে দাবি। এদিন রোড শোয়ে সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও রুদ্রনীল ঘোষ ও পাপিয়া অধিকারীর যোগদানের কথা থাকলেও সুকান্ত মজুমদার ও দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ ঘরুই ছাড়া আর কাউকে যোগদান করতে দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য, আগামী ১৩ মে বর্ধমানে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার ছিল লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন। প্রচারের শেষ দিন সকাল থেকেই বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। নির্ধারিত সময়ের থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরিতে প্রায় সাড়ে ৩টের সময় বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে পানাগড়ে শুরু হয় রোড শো।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন আগেই একই রাস্তায় পায়ে হেঁটে মিছিল করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পানাগড়ে আসার খবর চাউর হতেই ওই দিন রাজ্য স্তার দু'ধারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখার জন্য গোটা পানাগড় বাজারে উপচে পড়েছিল সাধারণ মানুষের ভিড়। কিন্তু শনিবার বিজেপির শেষ দিনের প্রচারে সুকান্ত মজুমদারের ফ্লপ রোড শো দেখে রাজনৈতিক মহলের মত, এখনও বিজেপির সংগঠন মজবুত করতে অনেক সময় লাগবে। রাজ্য দখল তো অনেক দূরের কথা।

তৃণমূলের রাতের ঘুম কাড়ার হুঁশিয়ার

ভোটদানে বাধায় ঝাঁটা, বটি, জুতো নিয়ে তৈরির নিদান বিজেপি মণ্ডল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আবারও বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপির মণ্ডল সভাপতির। তৃণমূলের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার হুঁশিয়ার এবং গণতন্ত্র প্রয়োগে বাধা দিলে ঝাঁটা, বটি, জুতো নিয়ে তৈরি থাকার নিদান কর্মীদের। ক্ষমতায় আসার আগেই হুমকি, মানুষ এর জবাব দেবে পালটা বিজেপিকে কটাক্ষ তৃণমূলের।

আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর সমর্থনে পাত্রসায়ের ব্লকের নারায়ণপুরে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয় সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি চার নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে। এই পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সোনামুখী বিধানসভার বিজেপির চার নম্বর মণ্ডলের সভাপতি তথা পাত্রসায়েরের বিজেপি নেতা অনুপ ঘোষ বিতর্কিত ও বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন।

তিনি বলেন, 'তৃণমূল হামলার ভয় দেখাচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা কোনও দিন ভয় পেয়ে থাকে না, হামলা হলে পালটা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূলের নেতাকর্মীরা আবাস যোজনার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ১০-২০ হাজার করে নিয়েছেন।' তাঁদের

উদ্দেশে বলেন, 'তৈরি থাকুন লিস্ট সবাইকার হাতে আছে টাকা আদায় করতে আমরা জানি আপনাদের রাতের বেলার ঘুম কেড়ে নেব সাবধান করে দিলাম তৃণমূলকে। সামনেই ২৫ মে আর কয়েকটা মাত্র দিন তৃণমূল কারও বাড়ি গিয়ে যদি বাধা দেয় আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার যদি হরণ করতে থাকে, আপনাদের ভোটদানে যদি বাধা দেয় তাই আপনারা ঝাঁটা, বটি, জুতো নিয়ে তৈরি থাকুন।'

বক্তব্য শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মণ্ডল সভাপতি তাঁর নিজের বক্তব্য অনড়। এই মন্তব্যের পালটা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা বিজেপির কালচার তারা ক্ষমতায় আসার আগেই তাদের ভাবনা যদি এই ধরনের হয়, ক্ষমতা এলে তারা যে কী করবে তা মানুষ বুঝতে পারছে। তাই তাদের মানুষ প্রত্যাখ্যান করছে। বিজেপি হুমকি সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করছে। বিজেপি অশান্ত পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে ভোটের আগে।'

প্রচারে গৃহস্থের বাড়িতে মাছ ভাজলেন

৪ জুনের পর বিরোধীদের কড়া ভাবে ভাজার হুঁশিয়ারি সুজাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ৪ জুনের পর মাছ ভাজার মতো কড়া ভাবে বিরোধীদের ভেজে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল।

আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকটা দিন, তারপরেই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। প্রচারে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করে চলেছেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের। আজ শনিবার বিষ্ণুপুরের বিধায়ক এবং বিষ্ণুপুরের চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ভোটপ্রচার করলেন। ভোট প্রচারের মধ্যে হঠাৎ করেই এক গৃহবধূকে মাছ ভাজতে দেখে খুন্তি হাতে নিয়ে মাছ ভাজা শুরু করে দেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। এমনকি কর্মীদের দিয়ে গাছ থেকে কাঁচা আম পাড়ালেন সুজাতা। দু'টি আম হাতে নিয়ে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার আবেদন জানালেন এলাকার মানুষের কাছে।

কয়লার চাঙর চাপায় মৃত্যু স্থায়ী খনিকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ইসিএলের কুনুস্তোড়িয়া এরিয়ার পড়াশিয়া কোলিয়ারিতে কর্মরত অবস্থাতে এক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। তাঁকে তড়িঘড়ি দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গিয়েছে, পারবেলিয়ার বাসিন্দা রাজেশ প্রসাদ নুনিয়া কোলিয়ারিতে ট্রামার বা ঠালোয়ান হিসেবে কাজ করতেন। ২০১৫ সালে রাজেশ তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরে মায়ের বদলে কাজে জয়েন করেন। শুক্রবার ফার্স্ট শিফটে ডিউটি জয়েন করে খাদের নীচে কাজ করেছিলেন তিনি। ছুটি হওয়ার ১৫-২০ মিনিট আগে হঠাৎ খাদের নীচে কয়লার চাল ধসে পড়ে তাঁর ওপর। চালের ভার এতটাই বেশি ছিল যে গুরুতর আহত হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাকি শ্রমিকরা তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এরপরেই তাঁর পরিবারের একজনের চাকরি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে কোলিয়ারির সমস্ত ইউনিয়ন মিলে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিক্ষোভের কোলিয়ারির উৎপাদন বন্ধ থাকে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন এরিয়া এপিএম রাজেশ ত্রিবেদী,কোলিয়ারি এজেন্ট মধুসুদন সিং, জামুড়িয়ার তৃণমূল বিধায়ক হরেরাম সিং।

শেষে ইসিএলের পক্ষ থেকে মৃত শ্রমিকের বাড়ির একজনকে চাকরি ও সমস্ত নৈতিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। তবে বিক্ষোভের জেরে শুক্রবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কোলিয়ারির উৎপাদন ব্যাহত হয়। শনিবার সকাল থেকেই কোলিয়ারির কাজ ফের স্বাভাবিক হয়।

ভোটে তৃণমূল ভোটারদের বাধা দিলে আমাকে বললে ব্যবস্থা নেব: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: 'ভোটের দিন তৃণমূল ভোটারদের কোনও রকমের বাধা দিলে আমাকে বলবেন সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যবস্থা নেব।' বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে শনিবার রায়নায় নির্বাচনী জনসভায় এসে একথা বলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন জনসভা থেকে তৃণমূলের দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে আনেন তিনি, দামোদর ও গঙ্গা সংলগ্ন এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে নাম করে বালি মাফিয়া ও বালি চোর বলে কটাক্ষ করেন। তৃণমূল নেতা বামদেব মণ্ডল ও শম্পা ধারাকে রুখে দিতে বললেন তিনি। বালি মাফিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '২ নম্বরি বালির টাকার একটা বড় অংশ যায় ভাইপোর কাছে।' তিনি বলেন, 'ভোটের দিন তৃণমূল ভোটারদের কোনও রকমের বাধা দিলে আমাকে বলবেন সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যবস্থা নেব।'

এদিন বুথ সভাপতিদের একটি নম্বরও দিয়ে যান তিনি, যাতে সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এদিন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল প্রসঙ্গে বললেন তিনি নাকি বলেছেন মোদি আবার প্রধানমন্ত্রী হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জেলে যাবে। এদিনও তিনি বলেন, '২৪ এই বর্তমান রাজ্য সরকারের পতন ঘটতে পারে এবং ছাব্বিশ নয় চব্বিশেই নতুন করে বিধানসভা নির্বাচন হবে।'

জেলাস্তরীয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জেলাস্তরীয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। রবীন্দ্রভবনে প্রদীপ জ্বালিয়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) এস. দত্তাত্রেয় ভাস্মে। একই সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন সোনামুখী, বড়জোড়া, সম্মিলনী, খ্রিস্টান ও সারদামণি মহিলা মহা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। দর্শকাসনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ ও বিজিত সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিযোগীরা।

এদিন অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা বলেন, 'এই প্রথমবার ভোটদানের সুযোগ পেয়েছি। দেশের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে পেরে একদিকে যেমন ভালো লাগছে, অন্যদিকে নিজেদেরকে খুব দায়িত্ববান নাগরিক বলেও মনে হচ্ছে।' আগামী দিনে দেশের ভালো মন্দ সব তাদের ভোটাধিকারের ওপর নির্ভর করছে বলেও তারা জানিয়েছে। উপস্থিত জেলাশাসক সিয়াদ এন জানান, মূলত জনসচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যেই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জেলাস্তরীয় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিটি সফল প্রতিযোগীকে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ প্রায় শতাধিক গ্রামবাসী

প্রচার ছেড়ে অসুস্থদের দেখতে হাসপাতালে সুজাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গত মঙ্গলবার পাত্রসায়ের থানা হামিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুন্দি গ্রামে কালীপুজোর প্রসাদ খান গোটা গ্রামের মানুষজন। সকাল থেকেই গ্রামের মানুষজনের একের পর এক পেট ব্যথা বমি পায়খানা জ্বর হতে থাকে। অসুস্থদের নিয়ে যাওয়া হয় পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। গ্রামবাসীদের দাবি, ওই প্রসাদ খেয়েই অসুস্থ হয়েছে গ্রামের অধিকাংশ মানুষজন। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন গ্রামবাসীকে পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। গ্রামে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, সেখানেও চলছে চিকিৎসা।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে ৫১ জন ভর্তি হয়েছে, তার মধ্যে ৬ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ৪৫ জন চিকিৎসাধীন। পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে একটি মেডিক্যাল টিম ইতিমধ্যেই গ্রামে ভিজিট করেছে। গ্রামে খোলা হয়েছে মেডিকেল ক্যাম্প। চিকিৎসকদের অনুমান, ফুড পয়জনের জন্যই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। যে কারণে ইতিমধ্যেই পাএসায়ের ব্লকের ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর গ্রামে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন যদিও স্যাম্পেল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

এদিন অসুস্থ গ্রামবাসীদের দেখতে পাত্রসায়ের হাসপাতালে যান বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। ভোটের প্রচার চলছে জোরকদমে আর সেই প্রচার কাটছাঁট করে অসুস্থ মানুষদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। কথা বলেন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সুজাতা মণ্ডলের দাবি, প্রসাদ খেয়ে প্রায় ১০০ জন মানুষ অসুস্থ হয়েছে। ওষুধের দোকানে বলে দেওয়া হয়েছে, তারা যাতে দ্রুত ওষুধ সংগ্রহ করতে পারেন।

সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষের রোড শোয়ে তুমুল উত্তেজনার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: নির্বাচনের শেষ প্রচারেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষের রোড শোয়ে তুমুল উত্তেজনার অভিযোগ। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে বিজেপির হাতাহাতির অভিযোগ বর্ধমান শহরে।

শনিবার শেষ প্রচারে দিলীপ ঘোষের সমর্থনে রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রোড শোকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে বিজেপির হাতাহাতি শুরু হয় বর্ধমান শহরের ঢলদিঘি পেট্রোল পাম্প এলাকায়। এদিন রোড শো শুরু হয় শহরের রাজবাটি এলাকা থেকে ঘড়ির মোড় এলাকা পর্যন্ত। রোড শো ঢলদিঘি পেট্রোল পাম্প এলাকায় পৌঁছতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে বিজেপির হাতাহাতি শুরু হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ, তাঁরা অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ঢলদিঘি পেট্রোল পাম্পের সামনে বাসে করে এসে নামেন ৫ জন। আর তখনই ওখান দিয়ে বিজেপির র‍্যালি যাচ্ছিল, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ফ্ল্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করেছে বলে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আবগারি অভিযানে ১০৫ লিটার অবৈধ মদ ও উপকরণ বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার সকালে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার একাধিক থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ১০৫ লিটার অবৈধ মদ ও মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। এদিন রঘুনাথপুর মহকুমার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত আসনবনি ও বরাকানালি গ্রামে ও এই মহকুমার পারা থানার অন্তর্গত চাপুড়ি, সোয়ার,পলাশকুলা গ্রামে একাধিক ভাবে রঘুনাথপুর, পারা ও কাশীপুর সার্কেলের আবগারি দপ্তর অভিযান চালায়। মোট ১০৫ লিটার অবৈধ মদ ও মদ তৈরির উপকরণ ৫ কেজি বাখর,১০ কেজি মহুল ও ১১টি হাঁড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে।

আবগারি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, রঘুনাথপুর মহকুমার একাধিক থানা এলাকার মোট ৫টি গ্রামে অবৈধ মদ তৈরি ও মদ বিক্রি করার বিরুদ্ধে এদিন অভিযান চালানো হয়েছে।

শেষ প্রচারে ঝড় কীর্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: চতুর্থ দফার নির্বাচনের শনিবার শেষ প্রচারে ঝড় তুললেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ। এদিন শহরের ৮টি ওয়ার্ডে র‍্যালি করেন প্রার্থীকে নিয়ে বিধায়ক খোকন দাস। এদিন বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচার করে প্রচারের শেষ র‍্যালি করেন বর্ধমান পুরসভার৪ নম্বর ওয়ার্ডে। এই গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা পা পেলান এই র‍্যালিতে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে এই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এদিন। ৪নম্বর ওয়ার্ডের র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শেখ নরুল আলম সহ অনান্য কর্মী সমর্থকরা।

মা, স্ত্রী ও তিন সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী যুবক

লখনউ, ১১ মে: অশান্তির জের! পরিণতি এতটা ভয়াবহ হবে কল্পনা করতে পারেননি কেউ। একইসঙ্গে পরিবারের ছয় সদস্যের মৃত্যুতে চমকে উঠেছেন তদন্তকারীরাই।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান মা, স্ত্রী ও তিন সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে বছর ৪২-এর অনুরাগ সিং। উত্তর প্রদেশের সীতাপুরের এই ঘটনার ভয়াবহতায় স্তম্ভিত সকলেই।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আত্মহত্যার আগে ওই ব্যক্তি তাঁর মাকে গুলি করে খুন করেন। এরপর তাঁর স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। শেষে নিজের তিন সন্তান, যাদের বয়স যথাক্রমে ১২ বছর, ৯ বছর ও ৬ বছর, তাদের টেনে ছাদে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। এরপর ওই ব্যক্তি নিজে আত্মহত্যা করেন।

জানা গিয়েছে, অনুরাগ সিং নামক ওই ব্যক্তি মদ্যপ ও মাদকাসক্ত। তাঁর মানসিক সমস্যাও ছিল। প্রায় সময়ই পরিবারের সঙ্গে তাঁর বচসা লেগে থাকত। শুক্রবার রাতেও মা ও স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বচসা হয় রি-হ্যাবে ভর্তি হওয়াকে কেন্দ্র করে। কিছুতেই রি-হ্যাবে ভর্তি হবেন না বলে জানান অনুরাগ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকালেই সীতাপুরের পলহাপুর গ্রামের বাসিন্দা অনুরাগ সিং (৪২) আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার আগে ওই ব্যক্তি তাঁর মাকে গুলি করে খুন করেন। এরপর তাঁর স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। শেষে নিজের তিন সন্তান, যাদের বয়স যথাক্রমে ১২ বছর, ৯ বছর ও ৬ বছর, তাদের টেনে ছাদে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। এরপর ওই ব্যক্তি নিজে আত্মহত্যা করেন।

পুলিশ এসে ছয়জনের মৃতদেহ সংগ্রহ করেছে। দেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক টিমও এসেছে।

গ্রামবাসীদের তৎপরতায় ও বায়ুসেনার সাহায্যে উদ্ধার আহত মার্কিন মহিলা

সিমলা, ১১ মে: পর্বতারোহণ করতে এসে হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়লেন মার্কিন মহিলা । প্রাণে বাঁচলেও গুরুতর আহত হওয়ায় উপায় ছিল না নীচে নেমে আসার। এহেন পরিস্থিতিতে মার্কিন মহিলাকে কার্যত মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করল ভারতীয় বায়ুসেনা। বর্তমানে চণ্ডীগড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গুরুতর আহত ওই মহিলাকে।

জানা গিয়েছে, আমেরিকা থেকে ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন ওই মহিলা। এর পর হিমাচল প্রদেশে পর্বতারোহণে যান তিনি। সেখানে পাহাড়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত লাগে তাঁর। ওই অবস্থায় কোনওমতে পার্শ্ববর্তী তিসরি গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীদের সাহায্য চান তিনি। গ্রামবাসীরাই সেবা শুশ্রূষা

করে তাঁর। তবে মহিলা গুরুতর আহত হওয়ায় এবং ওই এলাকা অত্যন্ত দুর্গম হওয়ার কারণে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব ছিল না। যার জেরে ওই মহিলাকে উদ্ধারের জন্য গ্রামবাসীরাই যোগাযোগ করে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে যোগাযোগ করা হয় বায়ুসেনার সঙ্গে। খবর পেয়ে শনিবার সকালে ওই মার্কিন মহিলাকে উদ্ধারকাজে নামে বায়ুসেনার চিতা হেলিকপ্টার। তিসরি গ্রাম থেকে এয়ারলিফট করে নামানো হয় ওই মহিলাকে। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য চণ্ডীগড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। উদ্ধারের সেই ভিডিও এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করা হয়েছে বায়ুসেনার তরফে। দেশের বায়ুসেনার এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন নেটিজেনরা।

কানাডার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো সহ চরবৃত্তির অভিযোগ ভারতের বিরুদ্ধে

অটোয়া, ১১ মে: খলিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিংহ নিজ্জরের হত্যার ঘটনার পর থেকেই ভারত ও কানাডা সম্পর্কে একটা টানাপোড়েন চলছে। এর মধ্যে শনিবার কানাডার গুপ্তচর সংস্থা কানাডা সিকিয়োরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের তরফে দাবি করা হয়েছে, তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো হয়েছ। এমনকী, চরবৃত্তির মতো কাজের অভিযোগও করা হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে।

সিএসআইএসের একটি রিপোর্টে ওই সংস্থার দাবি, নিজেদের স্বার্থের জন্য বেশ কিছু দেশ কানাডা-সহ পশ্চিমি দেশগুলির ওপরে চরবৃত্তি করছে। তালিকায় রয়েছে ভারত, চিন, রাশিয়া এবং ইরান। সংস্থাটির রিপোর্টে আরও জানা যায়, কানাডার বিরুদ্ধে সাইবার হামলাও চালানো হয়েছে। এরা ভারতের মদতপুষ্ট বলেও পরিচিত। তবে এই সাইবার হামলায় ভারত সরকারের কোনও ভূমিকা নেই বলেও রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৮ জুন নিজ্জর হত্যার পর থেকেই ভারত ও কানাডার সম্পর্কে দূরত্ব বাড়তে থাকে। গত সেপ্টেম্বরে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানান, ওই খলিস্তানপন্থী নেতা খুনের সঙ্গে ভারত সরকারের যোগ থাকতে পারে। ট্রুডোর এই মন্তব্যের পর থেকেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে।

দুই বউ থাকলে স্বামী পাবেন ২ লক্ষ, কংগ্রেসের প্রচারে বিতর্ক

ভূপাল, ১১ মে: ক্ষমতায় এলে মহিলাদের ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে, নিজেদের ইস্তেহারে এমনই ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। সেই সূত্র টেনেই এবার ভোট প্রচারে বিতর্ক বাড়ালেন কংগ্রেস নেতা। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন মধ্যপ্রদেশের (কংগ্রেস নেতা কান্তিলাল ভুরিয়া জানালেন, ঘরে দুই বউ থাকলে তাঁদের স্বামী বছরে দুলাখ টাকা করে পাবেন। কান্তিলালের এহেন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এক নির্বাচনী সভায় রাতলাম কেন্দ্রের প্রার্থী ৭৩ বছরের কান্তিলাল বলেন, তকংগ্রেস ইস্তেহারে মহালদী প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছে। এতে বলা হয়েছে, আমরা ক্ষমতায় এলে প্রতিটি মহিলা মাসে ৮,৫০০ টাকা করে পাবেন। অর্থাৎ বছরে এক লাখ পাবেন। বিপিএল তালিকায় থাকা মহিলাদের এই সুবিধা দেওয়া হবে। এর অর্থ যে সব পুরুষের দুজন স্ত্রী আছে তার পরিবার ২ লাখ টাকা পাবে।দ সাইলানার সভায় কান্তিলাল যখন এই মন্তব্য করেন তখন তাঁর পাশেই ছিলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ও কংগ্রেস নেতা জিতু পাতওয়ারি। কান্তিলালের এই মন্তব্যকে সমর্থন করে তিনি বলেন, তকান্তিলালজি দারুণ একটা ঘোষণা করলেন। কারও দুজন স্ত্রী থাকলে দুলাখ টাকা করে পাবেন।দইউপিএ আমলে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন আদিবাসী নেতা কান্তিলাল। প্রবীণ কংগ্রেস নেতার মন্তব্যের বিরোধিতার পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় নির্বাচন কমিশনকে ট্যাগ করে তাদের কান্তিলালের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলে বিজেপি। বিজেপি সাংসদ মায়া নারোলিয়ার অভিযোগ, তকংগ্রেস নেতার এই বক্তব্য মহিলাদের অপমান করে। মহিলাদের উচিত লোকসভা ভোটে এর জবাব দেওয়া।' আগামী ১৩ মে মধ্যপ্রদেশের রাতলামে ভোট।এদিকে রাজনৈতিক মহলের দাবি, মূলত মুসলিম ভোটকে টার্গেট করেই এহেন মন্তব্য করেছেন কান্তিলাল। কারণ হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী, প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ না করে দ্বিতীয় বিয়ে করা যায় না। যদিও মুসলিম আইনে এই বাধ্যবাধকতা নেই। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে চালু রয়েছে বহুবিবাহ। ভোট প্রচারে গিয়ে তাই মুসলিম ভোটারদের টার্গেট করেই এমন বন্তব্য কান্তিলালের।

লোক টানতে টুইস্ট, 'হতাশ ইঞ্জিনিয়ারদের চা-য়ে পয়েন্ট'

বেঙ্গালুরু, ১১ মে: চা। ভারতবাসীর ক্লান্তি, আবেগ, আড্ডায় চায়ের এক চুমুক ছাড়া চলে না। দিনের শুরু হোক বা ক্লান্তিকর কাজের চাপ। চা- তো চা-ই চাই।

সম্প্রতি, ইন্টারনেট ভাইরাল হয়েছে একটি স্টলের ছবি যার নাম 'ফ্রাসট্রেটেড ইঞ্জিনিয়ার'স চায় পয়েন্টদ। এই স্টলটি 'ভারতের সিলিকন ভ্যালি'-তে অবস্থিত। ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স(আগের টুইটার)-এ একজন ব্যবহারকারী শেয়ার করেছেন।পোস্ট সহ ক্যাপশনটি প্রকাশ করেছে যে এই স্টলটি বেঙ্গালুরুর কোরামঙ্গলা এলাকায় অবস্থিত। ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'হতাশা ইঞ্জিনিয়ারদের চায় পয়েন্ট। হ্যাঁ কোরমঙ্গলায়।' বলা বাহুল্য, পোস্টটি ইন্টারনেটকে অবাক করেছে। রামেশ্বরম ক্যাফের থেকেও এই স্টল বেশি ভিড় টানবে বলে দাবি করেছেন অনেকে।

এর আগে, 'প্রাক্তন গার্লফ্রেন্ড' নামে একটি চাট সেন্টারের একটি ছবি অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল। স্টলটি এক্স-এ একজন ব্যবহারকারী শেয়ার করেছিলেন এবং এটি ব্যানারে লেখা নাম সহ বেঙ্গালুরুতে একটি রাস্তার খাবারের দোকান প্রদর্শন করেছিল। নামটি ছিল 'এক্স বান্ধবী বাঙ্গারপেটে চ্যাট'। যদি দোকানের নামটি আপনাকে অবাক করে ফেলে, তাহলে আপনাকে পোস্টের সঙ্গে ক্যাপশনটি পড়তে হবে। ছবিটি শেয়ার করে ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'আপনার ব্রেকআপ নিয়ে কথা বলতে চাইছেন? আর ভয় পাবেন না।'

পুণ্যার্থীদের ঢল নামল যমুনোত্রীতে

নয়াদিল্লি, ১১ মে: চারধাম যাত্রা শুরু হতেই পুণ্যার্থীদের ঢল নামল যমুনোত্রীতে।

শুক্রবার থেকে খুলেছে কেদারনাথ, যমুনোত্রী এবং গঙ্গোত্রী ধামের দরজা। হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় জমিয়েছেন উত্তরাখণ্ডে। শনিবার সকাল থেকেই যমুনোত্রীতে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে।বহু পুণ্যার্থীর দাবি, সরু পাহাড়ি পথে দীর্ঘ লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, এই ভিড় সামালনোর জন্য এবং পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠছে।

যদিও উত্তরকাশীর পুলিশ সুপার অর্পণ যদুবংশী এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, যমুনোত্রীতে যে ভিড়ের ভিড়িয়ো ভাইরাল হয়েছে সেটি শুক্রবার বিকেল ৫টার। ভিডিয়োটি জানকী ছত্তি থেকে যমুনোত্রী যাওয়ার পথের। পুলিশ সুপারের দাবি, প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। ফলে পুণ্যার্থীরা আশ্রয় খুঁজছিলেন। আর তার জেরেই হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। তবে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কেউ আহত হননি এই ঘটনায়।

১২ মে সকাল ৬টা থেকে পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বদ্রীনাথ ধাম। প্রশাসন সূত্রে খবর, হরিদ্বার এবং হৃষীকেশে ১৫ হাজারেরও বেশি পুণ্যার্থী হাজির হয়েছেন। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত চারধাম যাত্রার জন্য নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন ২২ লক্ষ ১৫ হাজার পুণ্যার্থী। গত বছরে ৫৫ লক্ষ পুণ্যার্থী চারধাম দর্শন করেছিলেন। গত বছর বিপুল সংখ্যায় পুণ্যার্থী হাজির হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছিল প্রশাসনকে। তাই এ বার রাজ্য পুলিশ এবং পর্যটন দফতর প্রতি দিনের পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে।

ট্রাম্পকে শরীরে ইনজেকশন প্রয়োগের কথা বললেন: জো

ওয়াশিংটন, ১১ মে: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তাঁর ইচ্ছা, ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই নিজের শরীরে জীবাণুনাশক ইনজেকশন প্রয়োগ করুক। উল্লেখ্য, করোনা অতিমারির শুরুর দিকে ট্রাম্প বলেছিলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত জিনিস (ব্লিচ, আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল) ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর এমন প্রস্তাব নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। ট্রাম্পের করা এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাইডেন এহেন কথা বলেন।

উল্লেখ্য, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের প্রচারের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে শুক্রবার সান ফ্রান্সিসকোর দক্ষিণাঞ্চলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে যোগ দিয়ে বাইডেন দাবি

করেন, তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল ছিল। জনগণকে বিষয়টি মাথায় রাখতে বলেন বাইডেন।

নভেম্বরের নির্বাচনকে সামনে রেখে ডেমোক্র্যাট নেতা বাইডেন ও রিপাবলিক নেতা ট্রাম্পের মধ্যে কথার লড়াই চলছে। দু'জনই একে অপরের বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশ করছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বাইডেন বলেন, 'মনে আছে, তিনি (ট্রাম্প) বলেছিলেন, সবচেয়ে ভালো কাজটি হল আপনার হাতে ইনজেকশন দিয়ে কিছুটা ব্লিচ প্রয়োগ করা। তিনি এমনটা বলেছিলেন। আর তিনি এমনটাই ভাবেন। আমার ইচ্ছা, তিনি নিজেই নিজের শরীরে এর কিছুটা প্রয়োগ করবেন।'

২০২০ সালে করোনা মহামারি চলার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, মানুষের শরীরে ব্লিচ কিংবা আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলের মতো জীবাণুনাশক প্রয়োগ করা হলে, তা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের কাছ থেকে ট্রাম্পের পাওয়া চিঠিকে 'প্রেমপত্র' বলে উল্লেখ করেন তিনি। যদিও বাইডেন ভুল করে কিমকে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট বলে ফেলেন।

কিমের সঙ্গে ট্রাম্পের দেখা হয়েছিল এবং তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কয়েকটি চিঠি বিনিময় করেছেন। সেই চিঠিগুলোর কপি তিনি ওভাল অফিসে একটি ফাইলে রেখেছিলেন। বাইডেন এর আগেও ট্রাম্পের ব্লিচ ব্যবহার সংক্রান্ত মন্তব্যটি নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছেন। গত ২৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনে বাইডেন বলেন, ট্রাম্প নিজেই নিজের শরীরে ইনজেকশন নিয়েছেন এবং এর সবই তাঁর চুলে চলে গিয়েছে।

রিল করতে গিয়ে গুলি ছুড়তেই বিপত্তি, ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ

লখনউ, ১১ মে: ইনস্টাগ্রামে রিল তৈরি করতে গিয়ে আকাশের দিকে গুলি ছুড়েছিলেন তরুণী। তার জেরেই ফ্যাসাদে পড়লেন তিনি।

ইদানীং রিলস বানিয়ে অনেকেই খবরের শিরোনামে আসতে চায়। কখনও অশ্লীল নাচ-গান বা কোনও উদ্ভট স্টান্ট দেখিয়ে নেটিজেনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে সেইসব ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলেও, নেটিজেনদের কটাক্ষের শিকার হতে হয়।

এই রকমই এক ভিডিয়ো ফের সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, পিস্তল হাতে নাচছেন এক তরুণী। ওই তরুণী একজন জনপ্রিয় ইউটিউবার। তরুণীর নাম সিমরন যাদব। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, সিমরন লখনউয়ের একটি হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একটি পিস্তল। দিনেদুপুরে সে আকাশের দিকে পিস্তল চালাচ্ছে। এটি লখনউ পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।এক্স হ্যান্ডেলে এক ইউজার ভিডিয়োটি পোস্ট করেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, সিমরন ভোজপুরি গানে নাচছেন। সাহসের সঙ্গে হাতে পিস্তল ধরে আছেন। ইউজার ক্যাপশনে লেখেন, 'লখনউয়ের ইনস্টাগ্রাম তারকা সিমরন যাদব প্রকাশ্যে হাইওয়েতে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সমাজের তাঁর সম্প্রদায়ের শক্তি দেখানোর জন্য ভিডিয়ো ভাইরাল করেছেন। এতে তিনি দেশের আইন ও আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন। কিন্তু কর্মকর্তারা চুপ।'

ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লখনউ পুলিশ জানিয়েছে,বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। এদিকে ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

হড়পা বানে আফগানিস্তানে মৃত ২০০-এর বেশি মানুষ

বাঘলান, ১১ মে: হড়পা বানের ফলে টালমাটাল অবস্থা আফগানিস্তানে। উত্তর আফগানিস্তানের বাঘলান প্রদেশে কমপক্ষে ২০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। শুক্রবার বাঘলান প্রদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জেরে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেই বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে অসংখ্য বাড়িঘর।

সংবাদসংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তরফে জানানো হয়, শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টিপাত শুরু হয় বাঘলান প্রদেশে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মাত্রা বাড়তে থাকে। অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাতে এখনও পর্যন্ত ২০০ জনের বেশি মানুষের প্রাণ গিয়েছে। হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অনেক পরিবার।

বাঘলান প্রদেশের জাদিদ জেলায় দেড় হাজারের বেশি ঘর ভেঙে গিয়েছে এবং ১০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তবে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার রাত পর্যন্ত হড়পা বানে ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাঘলান ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের তাকহার প্রদেশেও অস্বাভাবিক বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি, বাদাকশান প্রদেশ, ঘোর প্রদেশ এবং হেরারও বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। তালিবান সে দেশের ক্ষমতা দখলের পর থেকেই যুদ্ধ লেগেই রয়েছে। ফলে এমতবস্থায় এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করতে আফগানিস্তান প্রস্তুত নয় বলেই মত অনেকের।

এই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের একাংশ দাবি করেছেন, আফগানিস্তানে গত শীত তুলনামূলক শুষ্ক ছিল। ফলে মাটির পক্ষে জলশোষণ করা কঠিন ছিল। এমতবস্থায় হঠাৎই এই অতি বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ইডেনে ১৬ ওভারের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচ রেফারি জানিয়েছেন, মাত্র একজন বোলারই সর্বোচ্চ চার ওভার বল করতে পারবেন। পুরো ম্যাচ হলে পাঁচ জন বোলার চার ওভার করে করতে পারতেন। কিন্তু এই ম্যাচে এক জনই চার ওভার করতে পারবেন।

চার জন বোলার সর্বোচ্চ তিন ওভার করে করতে পারবেন। দরকারে অতিরিক্ত আরও এক জন বা দু'জন বোলার ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এক জনকে চার ওভার করানোর পর বাকি কেউই সর্বোচ্চ তিন ওভারের বেশি করতে পারবেন না। পাওয়ার প্লে ৬ ওভারের বদলে হবে ৫ ওভারের।

কেকেআরের বোলিং বিভাগ অতীতে ম্যাচ জেতালেও খুব যে ধারাবাহিক বলা যাবে না। ফলে কোন বোলারকে দিয়ে কত ওভার বল করান শ্রেয়স, সে দিকে নজর থাকবে সকলেরই।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১২ ম্যাচে ৭টি জয়, ১৪পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১১ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১২ ম্যাচে ৬টি জয়, ১০ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১২ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১২ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১২ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১২ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১১ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

আইপিএল পন্তের ৩০ আর গিলের ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে মন্থর ওভার রেটের দায়ে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন ঋষভ পন্ত। পাশাপাশি ৩০ লাখ রুপি জরিমানাও দিতে হবে দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ককে। একই ধরনের অপরাধে জরিমানা হয়েছে শুবমান গিলেরও। গুজরাট টাইটানস অধিনায়কের জরিমানা হয়েছে ২৪ লাখ রুপি।

এবারের আইপিএলে পন্তের দল তিনবার আর গিলের দল দুবার ওভার রেটে পিছিয়ে ছিল। অধিনায়কদের পাশাপাশি দল দুটির খেলোয়াড়দেরও ১২ লক্ষ টাকা বা ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ হারে (দুটির মধ্যে যা কম) জরিমানা করা হয়েছে।

আইপিএলে প্রতিটি দলকে ৮৫ মিনিটের মধ্যে ২০ ওভার বোলিং শেষ করতে হয়। কিন্তু ৭ মে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে বোলিং শেষ করতে ১১৭.৮২ মিনিট সময় নিয়েছিল দিল্লি। যা আইপিএল কোড অব কন্ডাক্টের ন্যূনতম ওভার রেট শর্তের লঙ্ঘন। এই ম্যাচের আগে আরও দুটি ম্যাচে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোলিং শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছিল দিল্লি।

প্রথমবার মন্থর ওভার রেটের কারণে ১২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয়বারের ক্ষেত্রে ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়ে থাকে। আর তৃতীয়বার ঘটলে ৩০ লক্ষ টাকা সঙ্গে অধিনায়ককে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়। যে কারণে

আগামীকাল এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে খেলতে পারবেন না পন্ত। বিসিসিআইয়ের সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ম্যাচ রেফারির দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। বোর্ডের ন্যায়পাল ভার্চুয়াল শুনানি শেষে ম্যাচ রেফারির রায়কে বহাল ঘোষণা করেন।

শুক্রবার চেন্নাইয়ের কাছে গুজরাটের ৩৫ রানের জয়ের ম্যাচে নির্দিষ্ট সময়ে বোলিং শেষ করতে পারেনি গিলের দল। এর আগে ২৭ মার্চ চেন্নাইয়ের বিপক্ষে লিগের প্রথম ম্যাচেও ওভার রেটে পিছিয়ে ছিল গুজরাট। একই ঘটনা দুবার ঘটায় অধিনায়ক গিলকে ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আর দলটির অন্য খেলোয়াড়দের জরিমানা করা হয়েছে ৬ লক্ষ বা ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কম (যেটি কম)।

ভক্তকে অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে বোতলের আঘাতে আহত জোকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুক্রবার ইতালিয়ান ওপেনে ম্যাচ জয়ের পর সমর্থকদের অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন নোভাক জোকোভিচ। আকস্মিকভাবে উড়ে আসা বোতলের আঘাতে আহত হয়েছেন সার্বিয়ান এ টেনিস তারকা। শুরুতে আঘাত গুরুতর মনে হলেও পরে জোকোভিচ নিজেই জানিয়েছেন তিনি ভালো আছেন। এ সময় যাঁরা তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা জোকোভিচ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, জোকোভিচ নিচে দাঁড়িয়ে গ্যালারিতে থাকা এক ভক্তকে অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় পাশ থেকে উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন অন্য এক ভক্ত। তখন সেই হাত বাড়িয়ে দেওয়া ভক্তের ব্যাগ থেকে পানির বোতল অসাবধানতাবশত পড়ে যাওয়ার সময় সরাসরি গিয়ে আঘাত করে জোকোভিচের মাথায়। বোতলের আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে লুটিয়ে পড়েন এই টেনিস তারকা। কিছু সময় মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকার পর সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় জোকোভিচকে।

আঘাতের পর চিকিৎসকেরা জোকোভিচের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর মাথায় রক্ত দেখলেও কোনো ধরনের সেলাই লাগেনি বলে নিশ্চিত করেছে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ। এদিন জোকোভিচের ম্যাচ,পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনও বাতিল করা হয়।

টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষের পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'ম্যাচ শেষে সেন্টার কোর্ট ছাড়ার সময় অটোগ্রাফ দিতে গিয়ে মাথায় পানির বোতলের আঘাত পেয়েছেন জোকোভিচ। তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো নয়।' পরে নিজের শারীরিক অবস্থার খবর জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জোকোভিচ লিখেছেন, 'উদ্বিগ্ন হয়ে যাঁরা বার্তা দিয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ। এটা একটা দুর্ঘটনা ছিল এবং আইসপ্যাক নিয়ে হোটেলে বিশ্রামের পর আমি এখন ভালো আছি। রোববার সবার সঙ্গে দেখা হবে।'

জোকোভিচের দুর্ঘটনা নিয়ে ইতালিয়ান টেনিস ফেডারেশনের মুখপাত্র আলেসান্দ্রো কাতাপানো বলেছেন, 'তার মন খারাপ, তবে সে ভালো আছে। আমরাও যা ঘটেছে তা নিয়ে হতাশ।' এ সময় ভিডিও চিত্র পর্যবেক্ষণ করে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেছেন কাতাপানো।

দুর্ঘটনার আগে অবশ্য ফ্রান্সের কোরেন্টিন মোটেটের বিপক্ষে ৬,৩ ও ৬,১ গেমে জয় পেয়েছেন জোকোভিচ। রোববার পরের রাউন্ডের ম্যাচে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ আলেসান্দ্রো তাবিলো।'

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের ১০০ শতাংশ পারিশ্রমিক বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে এক মাসও বাকি নেই। সেই প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড। যে সব ক্রিকেটার বার্ষিক চুক্তিতে রয়েছেন, তাঁদের আয় বাড়ল।

বোর্ডের সিদ্ধান্তের ফলে ৪১ জন ক্রিকেটারের আয় বাড়বে। সেই সব ক্রিকেটারকে ছ'টি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিছু মাস আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড টেস্ট ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করেছিল। একই পথে হাঁটল শ্রীলঙ্কা।

সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, আগে টেস্ট জিতলে ক্রিকেটারেরা পেতেন প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। সেটা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ১০০ শতাংশ আয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ড্র করলে বাড়বে ৬৬ শতাংশ। হারলেও আগের থেকে ৩৩ শতাংশ বেশি টাকা পাবেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারেরা।

লাল বলের ক্রিকেটে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যই শ্রীলঙ্কার বোর্ড এমনটা করেছে। বেশ কিছু বছর ধরেই শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট সাফল্য পাচ্ছে না। সে দেশের ক্রিকেটারদের দক্ষতার অভাবও দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ম্যাচে। আর্থিক ভাবে ক্রিকেটারদের উন্নতি করে টেস্ট ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের উন্নতি করতে চাইছে বোর্ড।

শুধু টেস্ট নয়, উন্নতি হয়েছে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি ম্যাচের ফি-ও। দুই ধরনের ক্রিকেটেই ২৫ শতাংশ ম্যাচ ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দল হারলেও আইপিএলে নজির গড়লেন মাহি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৪২ বছর বয়সেও নজির গড়ছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। শুক্রবার গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে হেরেছে চেন্নাই সুপার কিংস। দল হারলেও নজির গড়েছেন ধোনি। বয়স্কতম ক্রিকেটার হিসাবে রেকর্ড করেছেন তিনি।গুজরাতের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে ১১ বলে ২৬ রান করেছেন ধোনি। একটি চার ও তিনটি ছক্কা মেরেছেন। আইপিএলে ২৫০ ছক্কা হয়েছে ধোনির। সব থেকে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসাবে এই প্রতিযোগিতায় ২৫০ ছক্কা মারার রেকর্ড করেছেন ধোনি।

আইপিএলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে ছক্কার তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন ধোনি। শীর্ষে রোহিত শর্মা। ২৭৬টি ছক্কা মেরেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটার। ২৬৪টি ছক্কা মেরে দ্বিতীয় স্থানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরাট কোহলি। সেই তালিকায় যোগ দিলেন ধোনি। তবে ধোনির কৃতিত্ব বাকি দু'জনের থেকে বেশি। কারণ, রোহিত ও বিরাট ওপেন করেন। ফলে ২০ ওভার খেলার সুযোগ থাকে তাঁদের। হাতে অনেক বল পান। সেখানে ধোনি নামেন শেষ দিকে। অনেক কম বল খেলার সুযোগ পান। তাতেই এই তালিকায় ঢুকে পড়েছেন চেন্নাইয়ের ব্যাটার।

চলতি আইপিএলে প্রতিটি ম্যাচে শেষের দিকে কয়েকটি বল খেলার জন্য নামছেন ধোনি। তবে সেই কয়েকটি বলে চার-ছক্কা মারার চেষ্টা করছেন তিনি। ১২টি ম্যাচে ১৩৬ রান করেছেন তিনি। ২২৬.৬৬ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন ধোনি। এ বারই হয়তো শেষ বারের মতো আইপিএল খেলছেন তিনি। তাই অধিনায়কত্ব ছেড়ে অনেক বেশি উপভোগ করার চেষ্টা করছেন মাহি।

অবশেষে ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা অ্যান্ডারসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কখন আর কোথায় থামবেন তিনি;জেমস অ্যান্ডারসনের ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক দিন ধরেই চলছিল এমন আলোচনা। অবশেষে থামার ঘোষণাটা দিয়েই দিলেন ৪১ বছর বয়সী ইংলিশ ফাস্ট বোলার। টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি টেস্ট উইকেট নেওয়া পেসার জানিয়েছেন, এ বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টই তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ। সেই লর্ডস, যেখানে ২১ বছর আগে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর।

অ্যান্ডারসন আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বার্তায় ক্যারিয়ারে যতি আঁকার দিনক্ষণ জানান। পরে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডও (ইসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করে আনুষ্ঠানিক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে।

এবারের গ্রীষ্মে শেষ টেস্ট খেলবেন অ্যান্ডারসন;এক দিন আগেই এমন খবর দিয়েছিল গার্ডিয়ান। ২০২৫-২৬ অ্যাশেজ সামনে রেখে পেস বিভাগ ঢেলে সাজাতে চাইছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট। সেই চিন্তা থেকেই টেস্ট দলের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম অ্যান্ডারসনের সঙ্গে তাঁর বিদায় নিয়ে কথা বলেছেন বলে জানানো হয় খবরটিতে।

অ্যান্ডারসনের তাঁর আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় লিখেছেন, 'লর্ডসে গ্রীষ্মের প্রথম ম্যাচটিই আমার শেষ টেস্ট হতে যাচ্ছে।' হোক না, বয়স তাঁর ৪১ বছর। এখনো তো দারুণভাবে ফিটনেস ধরে রেখেছেন। বোলিং করছেন পূর্ণ ছন্দে আর উইকেট পাচ্ছেন। তাহলে এখনই কেন বিদায় বলতে যাওয়া! অ্যান্ডারসন কারণটা জানিয়েছেন এভাবে, 'যে খেলাটা আমি শৈশব থেকে ভালোবাসতাম, সেটিতে অবিশ্বাস্য ২০টি বছর দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি। ইংল্যান্ডের হয়ে মাঠে নামাটা আমি মিস করব। তবে আমি জানি, এখনই সরে যাওয়া এবং আমার মতো অন্যদেরও স্বপ্নপূরণের পথ করে দেওয়ার সঠিক সময়, যে অনুভূতির চেয়ে বড় কিছু হয় না।'

স্ত্রী, সন্তান ও বাবা-মা ছাড়া এত দূর পাড়ি দেওয়া যেত না উল্লেখ করে ক্যারিয়ারে যে সব খেলোয়াড় ও কোচকে পেয়েছেন, তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন অ্যান্ডারসন।

২০০৩ সালে লর্ডসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে পা রাখেন ২১ বছর বয়সী পেসার। এর ছয় মাস আগে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা। অ্যান্ডারসন তাঁর ১৯৪ ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সর্বশেষ ম্যাচটি খেলেছেন ২০১৫ বিশ্বকাপে। আর ২০০৯ সালে খেলেছেন ১৯ ম্যাচের টি টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের সর্বশেষটি। অর্ধযুগের বেশি সময় ধরে শুধু টেস্ট সংস্করণই চালিয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ডারসন।

বয়স ৪১ হয়ে গেলেও ফিটনেস, নিবেদন ও সাফল্যে হয়ে উঠেছেন পেসারদের অনুকরণীয় এক দৃষ্টান্ত। এরই মধ্যে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ডের বেশ কয়েকটি পাতায়। তাঁর খেলা ১৮৭ টেস্ট যে কোনো পেসারের জন্য সর্বোচ্চ, সর্বোচ্চ ৭০০ উইকেটও। টেস্টে ৮০০ উইকেট নিয়ে সবার ওপরে শ্রীলঙ্কান স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন, অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্নের উইকেট ৭০৮ টি। মাত্র ৮ উইকেট পেছনে থাকায় অ্যান্ডারসনের সামনে শেষ টেস্টে ওয়ার্নকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। লর্ডসে অ্যান্ডারসনের ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটি শুরু হবে ১০ জুলাই।

অ্যান্ডারসনের ক্যারিয়ার সমাপ্তি টানার খবরে ইসিবির চেয়ারম্যান রিচার্ড টম্পসন বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমার মনে হয় না জিমির মতো কোনো বোলারকে আমরা আর দেখতে পাব। একজন ইংলিশ সমর্থক হিসেবে তাকে খেলতে দেখা এবং বল হাতে তার দক্ষতা দেখাটা সম্মানের ছিল। ৪১ বছর বয়সেও শীর্ষ পর্যায়ে বোলিং করে যাওয়াটা অসাধারণ ব্যাপার। সতীর্থ ও তরুণ প্রজন্মের জন্য সে সত্যিকারের অনুপ্রেরণা ও আদর্শ।' ইসিবি প্রধান তাঁর বিবৃতিতে অ্যান্ডারসনকে 'এমন বিদায়ে'র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা আর কেউ পায়নি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**